আহ্ছানিয়া

মিশন বার্তা

বর্ষ ৪০ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

2 ZERO HUNGER

1 NO POVERTY

4 QUALITY EDUCATION

5 GENDER EQUALITY

6 CLEAN WATER AND SANITATION

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

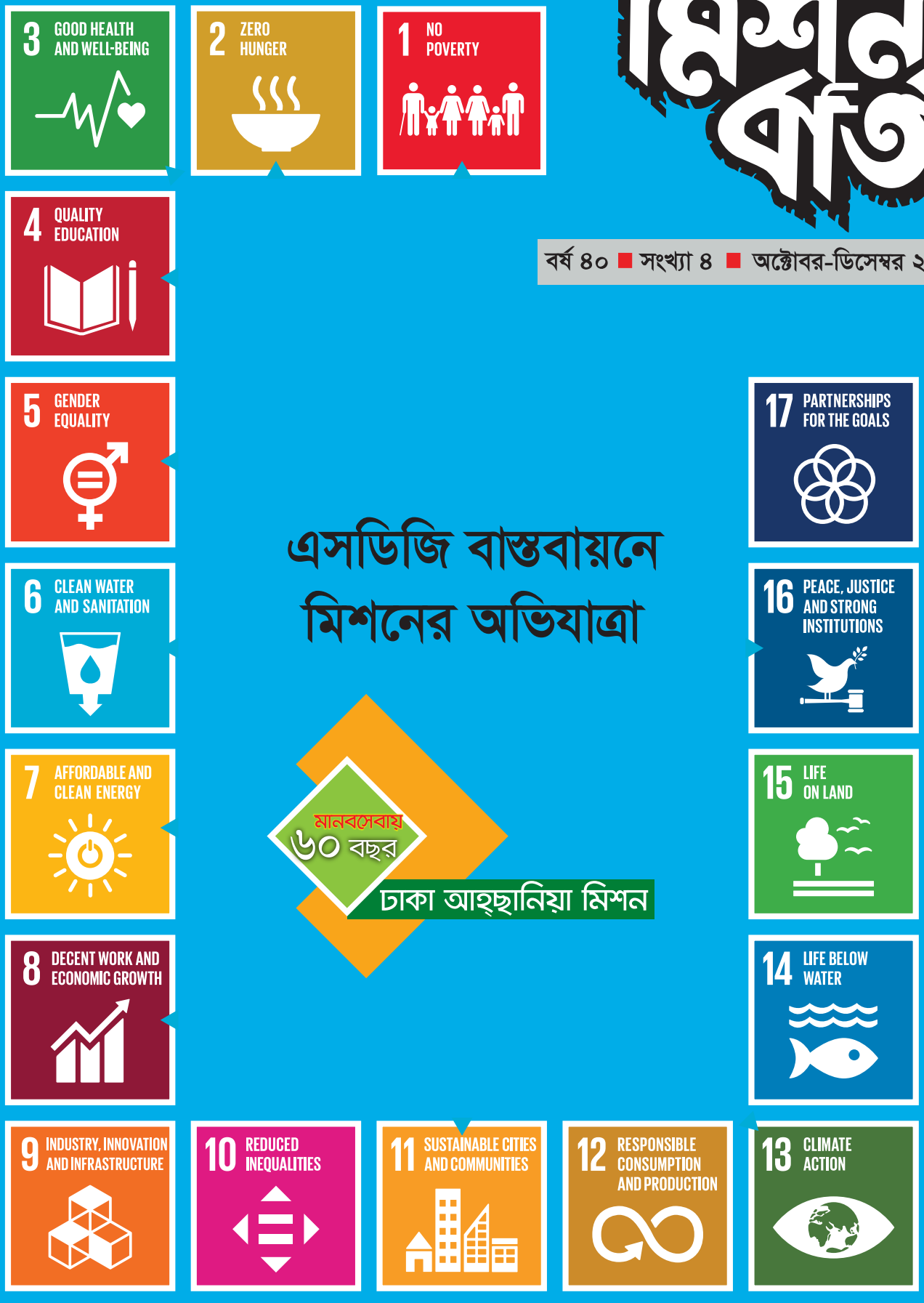

10 REDUCED INEQUALITIES

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

14 LIFE BELOW WATER

15 LIFE ON LAND

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

এসডিজি বাস্তবায়নে মিশনের অভিযাত্রা

মানবসেবায় ৬০ বছর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

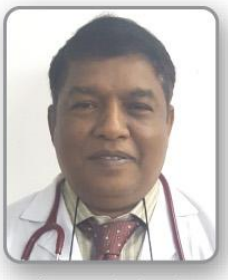
Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

Dr. Rowshon Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪০ ❑ সংখ্যা ৪ ❑ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদকীয় পরিষদ
কাজী আলী রেজা
আ. শ. ম. বাবর আলী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ আমিনুল হক

২৫ টাকা মাত্র

উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন চলছে এসডিজি-র যুগ। আপনাদের মনে আছে এমডিজি শেষ হয়েছে তিন বছর আগে। সেখানে আমাদের সাফল্য উল্লেখ করার মত। এসডিজিতেও বাংলাদেশ সামনের সারিতে থাকার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে দেশের উন্নয়নে। সরকারের সহযোগী হিসেবে আমরা বরাবর সরকারের কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করেই এগিয়ে যাই সামনের দিকে। কারণ আমরা সবসময়ই দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আর এ জন্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চালিকা শক্তিসমূহ, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছি। ডাম-এর এ পরিকল্পনাটি হল- দশ বছরব্যাপী (২০১৫-২০২৫) কৌশলগত পরিকল্পনা। আর এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক দলিল "Sustainable Development Goal", সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন কৌশলপত্র, পরিকল্পনা ও নীতিসমূহ। এই কৌশলগত পরিকল্পনা সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৮টি সেক্টরে বিভাজিত করা হয়েছে, এর মধ্যে ৩টি মূল সেক্টর, ৩টি পরিপূরক সেক্টর ও ২টি ক্রসকাটিং সেক্টর। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সেক্টরটি ক্রসকাটিং সেক্টর হিসেবে অপরাপর সেক্টরগুলোর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ সেক্টর ডামের কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে, এই সেক্টরের জন্যও দশ বছরব্যাপী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে Sendai Framework for Action (২০১৫-২০৩০) ও সরকারের দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর মুখ্য বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

বিদায়ী বছরটি আমাদের জন্য উল্লেখযোগ্য বিশেষ করে প্রতিষ্ঠার ৬০তম বছর হিসেবে। প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের পাশাপাশি আমরা এই বছরে এসডিজি-র আলোকে ১১টি সেমিনার আয়োজন করেছি। সেই সেমিনারগুলোর আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করা হয়েছে। আপনারা এক লেখার মধ্যেই বছরের একটি বিশেষ আয়োজনের সারসংক্ষেপ পেয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে এসডিজি-র প্রেক্ষিতে মিশনের কার্যাবলীর বিস্তারিত পাবেন মো. সাহিদুল ইসলাম ও ইকবাল মাসুদ রচিত *এসডিজি-৪ এবং ডামের শিক্ষা কর্মসূচি* আর *টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভূমিকা* শিরোনামের দুটি লেখায়।

এ বছরের শেষ সংখ্যা এটি। নতুন বছরে নতুন অবয়বে আসবে আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা। সকলকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। ২০১৯ সবার জন্য বয়ে আনুক সর্বাঙ্গীণ সাফল্য।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৬-১১
এসডিজির আলোকে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এরই মধ্যে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মিশন। প্রতিষ্ঠার ৬০তম (২০১৮) বর্ষে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মিশনের গৃহীত কর্মকাণ্ডের ওপর এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী 'এসডিজি বাস্তবায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অভিযাত্রা' লিখেছেন মো. সাইফুল ইসলাম

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ৩
স্বাস্থ্য ২২-২৫
শিক্ষা ২৬-২৯
দুর্যোগ মোকাবিলা ৩০
মানবাধিকার ৩১
বিবিধ ৩২

৪
মিশনের নতুন কার্যক্রম নৈতিক শিক্ষা। এটি পরিচালনা করছে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই)। এ প্রতিষ্ঠান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক)-এর একটি যৌথ উদ্যোগ। নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সিইই পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন

১২
এসডিজি-৪ এবং ডামের শিক্ষা কর্মসূচি বিষয়ে লিখেছেন মো. শাহিদুল ইসলাম

১৬
স্কুল বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের নতুন উদ্যোগ জয়ফুল। এই উদ্যোগে হাওড় এলাকায় নৌকায় স্বপ্ন বুনছেন শিক্ষার্থীরা

১৮
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ৩ –ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন ইকবাল মাসুদ

২১
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার 'ছুফি দর্শন' শীর্ষক সেমিনার নিয়ে প্রতিবেদন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

শিক্ষাদান প্রণালীর পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

বিশেষজ্ঞগণের পুস্তক না পড়িলে ও স্বয়ং পর্য্যবেক্ষক না করিলে শিশুপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। শিক্ষকের যন্ত্রাদি কি?– পাঠ্য বিষয়, ম্যাপ, বোর্ড, গ্লোব, রুটীন ইত্যাদি। ইহাদের সম্যক্ ব্যবহার না করিলে শিক্ষাদান পূর্ণ হয় না। শিক্ষাদানের পুস্তক পড়িলে ইহাদের ব্যবহার জানা যাইতে পারে।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটি বিধি আছে। বিধিপূর্ব্বক কার্য্যটি করিলে উহা যেরূপ সহজ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, অন্যথা সেরূপ হয় না। শিক্ষাদানেরও একটি বিধি আছে। সেই বিধি অনুযায়ী কার্য্য করিলে উহা সুন্দররূপে সংশোধিত হইতে পারে। শিক্ষাদান প্রণালীর পুস্তক পাঠ করিলে ঐ বিধি জানিতে পারা যায়।

যে ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহাকে কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিতে হয় ও হাসপাতালে যাইয়া স্বহস্তে রোগীর সেবা করিতে হয়। যে ব্যক্তি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় ও পরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, স্থপতি-বিদ্যা ইত্যাদি রীতিমত শিক্ষা করিয়া একখানি দোকান চালাইতে হইলেও পূর্ব্বে কোন দোকানে কাজ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। প্রত্যেক কার্য্যেই শিক্ষানবিশি আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস যে, শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হইতে হইলে বিশেষ কোন শিক্ষানবিশির প্রয়োজন নাই; স্কুল বা কলেজে পড়িয়া বিষয়জ্ঞান লাভ করিলেই শিক্ষকতা করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এই সংস্কার ভুল। ...

কোন কার্য্য করিতে হইলে, (১) উদ্দেশ্য, (২) উপাদান, (৩) যন্ত্রাদি, (৪) যন্ত্রাদির প্রয়োগবিধি থাকা আবশ্যক। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি? মানুষকে পূর্ণ করা। মানুষ কিরূপে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে? শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহের সম্যক্ পুষ্টি দ্বারা। সমবাহু ত্রিভুজের যেমন তিনটি বাহুই সমান, তেমনি পূর্ণ মনুষ্যে ত্রিবিধ বৃত্তিই সমভাবে পরিপুষ্ট। ছাত্রত্ব ও মানবত্ব এই উভয়েরই মধ্যেই মানবত্বই আমাদের লক্ষ্য– ছাত্রত্ব মানবত্বের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষকের উপাদান কি? কোনও কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে সেই কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী উপাদানগুলির গুণাগুণ জানা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব দেখা গেল যে, শিশুপ্রকৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া শিক্ষকের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় আবার সকল শিশুই একরূপ নহে। পারিবারিক, সামাজিক, শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে শিশুপ্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণের পুস্তক না পড়িলে ও স্বয়ং পর্য্যবেক্ষক না করিলে শিশুপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। শিক্ষকের যন্ত্রাদি কি?– পাঠ্য বিষয়, ম্যাপ, বোর্ড, গ্লোব, রুটীন ইত্যাদি। ইহাদের সম্যক্ ব্যবহার না করিলে শিক্ষাদান পূর্ণ হয় না। শিক্ষাদানের পুস্তক পড়িলে ইহাদের ব্যবহার জানা যাইতে পারে।

প্রায়ই শুনা যায় যে, সকল শিক্ষক সমপরিমাণে সুপটু নহেন। কেন এই প্রভেদ? শিক্ষাদান প্রণালীর জ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। যাঁহাদের শিক্ষাদানোপযোগী স্বাভাবিক গুণ আছে, তাঁহারা শিক্ষাপ্রণালীর পুস্তক পাঠে অধিকতর পটুতা লাভ করিতে পারেন; আর যাঁহাদের ঐ গুণ নাই, তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষাদানের পুস্তকপাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রশ্নরচনা ও জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতা সুনির্ব্বাচিত প্রশ্নপরম্পরা দ্বারা ছাত্রদের নিকট হইতে অভীষ্ট উত্তর গ্রহণ, শিক্ষকের একটি প্রধান গুণ। শিক্ষাদানের পুস্তক না পড়িলে ও উহার উপদেশ মত কার্য্য না করিলে এই গুণ লাভ করা যায় না।...

শিক্ষাদান প্রণালীর পুস্তক পড়িলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না। সুশিক্ষক হইতে হইলে, (১) বিষয়জ্ঞান, (২) প্রণালীজ্ঞান ও (৩) অভিজ্ঞতা চাই। অশ্বারোহণ সম্বন্ধে দুই চারিখান উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পড়িলেই উত্তম অশ্বারোহী হওয়া যায় না – অশ্বারোহণ করা আবশ্যক। তেমনি শিক্ষাদান প্রণালীর পুস্তক পড়িয়া ক্লাসে যাইয়া ঐসকল নিয়মানুসারে না পড়াইলে সুশিক্ষক হওয়া যায় না। ....

বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে হইলে ব্যবস্থা ও শাসন আবশ্যক। কিরূপে ছাত্রগণকে সুশাসনে রাখিতে হয়, কিরূপে শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত কতিে হয়, কি উপায়ে কোন্ দোষ দূর করিতে হয়, কোন্ অপরাধে কিরূপ শাস্তিবিধান কর্ত্তব্য, পুরস্কারের উদ্দেশ্য ও নিয়ম কি, স্কুল-ঘর কিরূপে প্রস্তুত করিলে ছাত্রদের স্থানাভাব বা স্বাস্থ্যহানি হয় না, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা প্রণালীর পুস্তক পাঠে জানিতে পারা যায়।

সংকলনেঃ আ.শ.ম. বাবর আলী

সিইই-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বাধন করেন মানবাধিকার কর্মী ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন

নৈতিক শিক্ষায় নতুন কার্যক্রম

মানুষের ক্রমাগত নৈতিক স্খলন আর সামাজিক অবক্ষয় তরুণ সমাজকে গ্রাস করে চলছে। অসত্য, অন্যায়, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হানাহানি আর রক্তপাতে জনজীবন বিপর্যস্ত। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হলো মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনার জাগরণ ঘটানো।

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এবং নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক) -এর একটি যৌথ উদ্যোগ। গত জুলাই ২০১৭ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয় ঢাকার তেজগাঁও আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। **"সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি ..."** এই মর্মবাণীকে ধারণ করে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় গত জানুয়ারি ১৩, ২০১৮ তারিখে। উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, মাবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটসের প্রভোস্ট ও এক্সিকিউটিভ ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ আতাউল করিম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাবিক-এর সাবেক সভাপতি ড. রাশেদ নিজাম, আইইউএসটি-এর ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এ এম এম শফিউল্লা, কোষাধ্যক্ষ ড. কাজী শরিফুল আলম, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং সিইই-এর পরিচালক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান। সিইইই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডামের প্রেসিডেন্ট এবং সিইই-এর চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম।

মানুষের ক্রমাগত নৈতিক স্খলন আর সামাজিক অবক্ষয় তরুণ সমাজকে গ্রাস করে চলছে। অসত্য, অন্যায়, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হানাহানি আর রক্তপাতে জনজীবন বিপর্যস্ত। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হলো মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনার জাগরণ ঘটানো। আর সে কারণেরই গড়ে তোলা হয়েছে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন। এর প্রধান লক্ষ্য হলো ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিক ও মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করা।

নৈতিক শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় সভা

নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক কাজ হিসেবে গত ১১ নভেম্বর ২০১৭ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সিইই একটি

অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান ও নৈতিক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কী হবে সে সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। এতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশার ২২ জন বিশেষজ্ঞ অংশ নেন এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত দেন। পরবর্তীকালে সেই পরামর্শ অনুসারে একটি নৈতিক শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়। যার ওপর ভিত্তি করে নৈতিক শিক্ষা কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা

জানুয়ারি ১৩, ২০১৮ সকাল ১০টায় সিইই এর তেজগাঁও কার্যালয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "নৈতিক ও অনৈতিকতার ধারণা এবং করণীয়" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তারা

শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখার মহড়া

শিক্ষা" শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা সভা আয়োজন করে। এই সভায় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আমলা, তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নৈতিক শিক্ষা শুরু করার বিষয়ে মতামত দেন। একই সাথে

নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদান

আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিতের পাশাপাশি স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রমের সাথে নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে মতামত দেন। এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিকতা চর্চার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষার গুণগতমান এবং টেকসই উন্নয়নে নৈতিক শিক্ষা শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা

গত ৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে সিইই **"শিক্ষার গুণগতমান এবং টেকসই উন্নয়নে নৈতিক** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে সমাজের সকল পেশার মানুষের নৈতিকতা চর্চা ও পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসনের ওপরও জোর প্রদান করেন বক্তারা।

নৈতিক শিক্ষা কোর্সটির উপর দুই দিনের শিক্ষক/ফ্যাসিলিটেটর প্রশিক্ষণ

গত ৪ এবং ৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে নৈতিক শিক্ষা কোর্সটির ওপর একটি দুই দিনের শিক্ষক/ফ্যাসিলিটেটর প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সিইই। এতে দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকসহ মোট ২৫ জনের একটি দল অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান, প্রফেসর শেখ সাঈদ আলী, কাজী আলী রেজা, চিন্ময় মুৎসুদ্দি, শাঈখ ওসমান গনি, মাহমুদ হাসান, শাহ্নেওয়াজ খান, আতিক উল্লাহ সিদ্দিক এবং মো. সাইফুজ্জামান রানা। এই প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো সমাজে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি স্কুল ও কলেজে নিয়মিতভাবে নৈতিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য দক্ষ শিক্ষক/প্রশিক্ষক দল গড়ে তোলা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু

স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা কোর্স শুরু করেছে সিইই। গত ৮ মে ২০১৮ তারিখে "সমৃদ্ধ দেশ গঠনে নৈতিক শিক্ষা" এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে রাজধানীর ফার্মগেটে অবস্থিত আইডিয়াল কমার্স কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈতিক শিক্ষা কোর্স শুরু হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে সমাজের সকল পেশার মানুষের নৈতিকতা চর্চা ও পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসনের ওপরও জোর প্রদান করেন বক্তারা।

এ ছাড়াও আরো যে সকল স্কুল এবং কলেজে নৈতিক শিক্ষা কোর্স শুরু হয়েছে সেগুলো হলো আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, প্রথম আলো মডেল হাইস্কুল, আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান খান মেমোরিয়াল হাইস্কুল। বর্তমানে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী কোর্সটিতে অংশ নিচ্ছেন। স্কুলগুলোতে সাধারণত সপ্তাহে একদিন এক থেকে দেড় ঘণ্টার সেশন হয় নৈতিকতা বিষয়ে। আগামীতে আরো বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে।

এসডিজি গোল ১১ 'টেকসই নগর ও জনবসতি' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখছেন

এসডিজি বাস্তবায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অভিযাত্রা

প্রতিষ্ঠার ৬০ তম বর্ষে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এসডিজি এবং এ প্রেক্ষিতে কর্মকাণ্ডের ওপর ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১০টি সেমিনারের আয়োজন করে। এসব সেমিনারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকাণ্ডসহ যেসব বিষয়গুলো উঠে এসেছে তার আলোকে এ প্রতিবেদন লিখেছেন

মো. সাইফুল ইসলাম

বিশ্বব্যাপী শান্তি, সমৃদ্ধি ও কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্ভূদ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, দরিদ্রদের স্বাস্থ্য উন্নয়নসহ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা এসডিজি'র যাত্রা শুরু হয়, যার লক্ষ্যকাল হচ্ছে ২০৩০। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা এমডিজি পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ২০১৫ সালে গৃহীত এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও এই যাত্রায় শামিল। এর আগে ২০০০ সালে জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বা সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছিল, যা শেষ হয় ২০১৫ সালে। চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগব্যাধি দমন, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে শেষ হওয়া এমডিজি'র সময়সীমার মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ সবগুলো কম্পনেন্টে সফলতা দেখাতে পারেনি। আবার কয়েকটি দেশ অধিকাংশ কম্পনেন্টগুলোতে সফলতা দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হয় এমডিজির 'রোল মডেল'।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশীদার হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিরন্তর প্রচেষ্টা এখন স্বীকৃত একটি বিষয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিকভাবে পাওয়া এসব স্বীকৃতি মূলত উন্নয়নের রূপরেখা বাস্তবায়নের চিত্র। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দেশের সুপ্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার ৬০তম বর্ষে (২০১৮) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা

আহ্ছানিয়া মিশন এসডিজি বাস্তবায়নে নানান কর্মসূচির পাশাপাশি এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষ করে বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ভর নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১০টি সেমিনারের আয়োজন করে।

লক্ষ্য ১: ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা এবং একই সময়ের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বসবাসরত পৃথিবীর নারী, পুরুষ এবং শিশুদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা

এ লক্ষ্যের সাফল্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত অর্ধেক মানুষ ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবে। এজন্য মৌলিক সেবা প্রদান, মালিকানা, ক্ষুদ্রঋণসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণের নিশ্চয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে। দরিদ্র জনগণের সহায়ক এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল উন্নয়নের কৌশলের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমকে গতিশীল করতে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি যথাযথ পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এ পেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান ইতিবাচক। বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার হার ২৩.২ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যসীমার হার ১২.৯ শতাংশ (খানার আয়-ব্যয় নির্ধারণ জরিপ-২০১৬ অনুযায়ী)। যা ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮.৫ শতাংশ। ছয় বছরে দারিদ্র্যসীমার হার কমেছে ৮.৩ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার কমেছে ৫.৬ শতাংশ। অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত। ২০১৬ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে জিডিপির হার ৭.১ শতাংশ এবং মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১৪৫৬ ডলার। তবে ভারসাম্যহীন আয়-বণ্টনের কারণে ধনীরা আরো বেশি ধনী হচ্ছে এবং গরিব মানুষ আরো বেশি গরিব হচ্ছে।

এসডিজি গোল ২-এর ওপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে অতিথিবৃন্দ

দারিদ্র্য দূরীকরণের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা এবং এসডিজির ১ নং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পাশাপাশি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১০ বছরব্যাপী কৌশল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এবং সে অনুযায়ী ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কৌশলগত দিকনির্দেশনা এবং মাইলস্টোন নির্ধারণ করেছে। কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আলাদা আলাদাভাবে সেক্টরাল স্ট্র্যাটেজি পেপার তৈরি করেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা, ভালনারেবল গ্রুপের দক্ষতা বৃদ্ধি, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির আনুপাতিক হারে বৃদ্ধিকরণে ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন, যুবসমাজকে কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতে ভিন্নমুখী উৎপাদন ও বিপণন কাজে সম্পৃক্তকরণ, তথ্য-প্রযুক্তিতে নেটওয়ার্কিং ও দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে উপার্জন।

লক্ষ্য ২: খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা

পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ। এরই অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত দেশে শতাধিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ জাতগুলোর উদ্ভাবক সংস্থা। স্বাধীনতার পর দেশে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ছিল ১ মেট্রিক টন চাল। এখন তা ৩ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গেছে। মোট উৎপাদন বছরে কমবেশি সাড়ে ৩ কোটি মেট্রিক টন চাল। দেশে চালের চাহিদা এর বেশি নয়।

দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৬৪ লাখ ধরে বার্ষিক খাদ্য চাহিদা দাঁড়ায় ২ কোটি ৫৩ লাখ মেট্রিক টন। এর সঙ্গে মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশ বীজ, অপচয় ও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ধরে নিলে ২০১৭-১৮ সালে আমাদের বার্ষিক চাহিদা দাঁড়ায় ২ কোটি ৯১ লাখ মেট্রিক টন চাল। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ফল ও শর্করা জাতীয় খাদ্যের অপ্রতুলতা হেতু তারা মোট ক্যালরির প্রয়োজন মেটায় চাল দিয়ে। যেহেতু তাদের নিত্যদিনের চালের চাহিদা বেশি। তাই মাথাপিছু দৈনিক গড়ে আধা কেজি চাল ধরে নিয়ে খাদ্য চাহিদা নিরূপণ করা অধিকতর যুক্তিসংগত। সে মোতাবেক বার্ষিক জনপ্রতি ১৮২.৫ কেজি হিসেবে চাল ধরে নিয়ে আমাদের মোট চাহিদা দাঁড়ায় ৩ কোটি ৪ লাখ টন চাল। এর সঙ্গে ১৫ শতাংশ বীজ, অপচয় ও পশু-পাখির খাদ্য যোগ করে আমাদের মোট খাদ্য চাহিদা দাঁড়ায় বার্ষিক ৩ কোটি ৫০ লাখ টন চাল। এ পরিমাণ চাল আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম। অর্থাৎ চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ সক্ষম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এগ্রিকালচার এক্সটেনশন সাপোর্ট প্রকল্পসহ খাদ্য উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

লক্ষ্য ৩: সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ

এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিষয়গুলো হলো মাতৃত্বজনিত মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা, দেশে ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মাসহ বেশ কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, এইডস্ প্রতিরোধে কর্মসূচি আরও জোরদার করা, সড়ক দুর্ঘটনাজনিত হতাহতের সংখ্যা হ্রাস

করা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম, তামাক, মাদকদ্রব্য ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি। লক্ষ্যমাত্রা–৩ এর ১৩টি টার্গেটের মধ্যে টার্গেট ৩.৫ অর্থাৎ মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস ও চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর।

উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশকে মাদকের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাদকাসক্তদের চাহিদা মেটানোর জন্য আন্তর্জাতিক মাদক চোরাকারবারিরা বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী দেশজুড়ে সাড়ে তিন লাখ মানুষ নানাভাবে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। অনুমান করা হয় বর্তমানে দেশে মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যা কমপক্ষে ৭০ লাখ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তথ্য থেকে জানা যায়, প্রতিদিন দেশে নেশাদ্রব্যের পেছনে যে অপচয় হচ্ছে তা মোট জিডিপির ২ দশমিক ২ শতাংশের বেশি।

মাদক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে ১৯৯০ সালে। মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুরু হলেও এর ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে মিশন। ঢাকার অদুরে গাজীপুরে ৫ বিঘা জায়গার উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রথম চিকিৎসা কেন্দ্র। ২০১০ সাল থেকে যশোরে মাদক নির্ভরশীল পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালানো হচ্ছে এবং ২০১৪ সাল থেকে ঢাকায় নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে । চিকিৎসা কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৭ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং অ্যান্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং অ্যান্ড ক্রেডেনশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে নিয়মিত।

লক্ষ্য ৪: সবার জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ

একটি দেশের মানুষকে পুরোপুরি শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালরে মধ্যে প্রাথমিকে বিদ্যালয়ে প্রত্যেকে ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনামূল্যে ও গুণগত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য নিশ্চিত করতে হবে। এই শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি। সব নারী ও পুরুষের জন্য কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণসহ সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করবে মিশন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৬ সালের প্রাথমিকে গমনোপযোগী শিশুদের ৯৭.৯৪ শতাংশ ভর্তি হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলেশিশু উভয়েরই প্রায় শতভাগ ভর্তি ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব ছিল না। ২০০৫ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৭.২ শতাংশ আর ২০১৫ সালে এসে এ হার দাঁড়িয়েছে ২০.৪ শতাংশ। বেড়েছে সাক্ষরতার হারও। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশের সাক্ষরতার হার ৭২.৯ শতাংশ। ১৯৭১ সালে এ হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা খাতের অর্জন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভিন্নধর্মী মডেল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি এবং উচ্চতর শিক্ষাসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে রয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অবদান। ১৯৮২ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাক্ষরতা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে।

সেমিনারে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি তুলে আনা হয়। এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় দেশব্যাপী ৫৪০২ সেন্টারের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৫৮ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয়েছে। মাধ্যমিকে ৪২টি সেন্টারের মাধ্যমে ২১৮০ শিক্ষার্থী, আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট-এ ৯০৬টি সেন্টারের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৯০৩ শিক্ষার্থী, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ২৫৬টি সেন্টারের মাধ্যমে ৫৫৮০ শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয়। এ ছাড়াও ২১টি সেন্টারের মাধ্যমে ২৯ হাজার ৯৭১ জন মাকে 'মা সাক্ষরতা'র আওতায় আনা হয়েছে।

লক্ষ্য ৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় রয়েছে নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও নারী পাচার থেকে সব নারীকে বের করে আনা। বাল্যবিবাহ রোধ। রাজনৈতিক অঙ্গন, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

দেশে ২০১৮ সালে পুরুষের গড় আয়ু ৭০.৬ আর নারীদের গড় আয়ু ৭০.৫ বছর। মাথাপিছু গাস ন্যাশনাল ইনকাম (জিএনআই) পুরুষ ৪২৮৫, এবং নারী ২৩৭৯ টাকা। রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ ২০ শতাংশ। শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ নারী ৪৩.১ শতাংশ। সিপিডি ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন পরিচালিত এক জরিপের তথ্যমতে, একজন নারী প্রতিদিন বিনা পারিশ্রমিকে ৭.৭ ঘণ্টা কাজ করে, যেখানে একজন পুরুষ দৈনিক ২.৫ ঘণ্টা কাজ করে। সরকারি চাকরিতে ৩.২৫ শতাংশ এবং বেসরকারি চাকরিতে ৮.২৫ শতাংশ নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছরের আগে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী ১৪৫ জন নারী নির্যাতনের কারণে মারা গেছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জেন্ডার সমতা আনয়ন ও সমতা গঠন তথা এসডিজি গোল-৫ পূরণে জেন্ডার সেল গঠন করেছে। তৈরি করেছে জেন্ডার পলিসি। এ ছাড়াও এন্টি হ্যারাসমেন্ট পলিসিসহ জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। ২০১৫-২৫ স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানের কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেন্ডারকে ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসেবে রাখা হয়েছে। সংগঠনের মধ্যেই মূল স্রোতধারায় জেন্ডারকে নিয়ে আসার জন্য জেন্ডার রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ এর জেন্ডার একশন প্ল্যান উন্নয়ন করা হয়েছে।

লক্ষ্য ৬: সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

দূষণ হ্রাস করে পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করা এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা। ২০৩০ সালের মধ্যে পর্বত, অরণ্য, জলাভূমিসহ সকল জলাধার সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন করা।

বর্তমানে ১৫ সেকেন্ডে একজন শিশু দূষিত পানিজনিত রোগে মারা যায়। বর্তমানে নিরাপদ খাবার পানির জন্য শতকরা ৫০ ভাগ মাটির তলদেশের পানি ব্যবহার করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়ণের কারণে তলদেশের পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে এবং মোট পানির সঞ্চয় কমে যাচ্ছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এসডিজি-৬ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের সহযোগী

আয়োজিত সেমিনার

বিষয়	: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা (গোল-৬)
তারিখ	: ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮
স্থান	: ডাম অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: মো. কলিমউল্লাহ কলি, হেড অব ওয়াশ সেক্টর, ডাম

বিষয়	: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (গোল-৪ ও ৮)
তারিখ	: ২৮ নভেম্বর ২০১৮
স্থান	: ডাম অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: সাইফুল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটর, টিভেট, ডাম

বিষয়	: টেকসই নগর ও জনবসতি (গোল-১১)
তারিখ	: ১১ অক্টোবর ২০১৮
স্থান	: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: ড. এম এহ্ছানুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বিষয়	: সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন (গোল-৪)
তারিখ	: ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮
স্থান	: ডাম অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: মো. সাহিদুল ইসলাম, হেড অব এডুকেশন, ডাম

বিষয়	: ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা (গোল-১)
তারিখ	: ১৮ আগস্ট ২০১৮
স্থান	: ডাম অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: এম আসাদুজ্জামান, হেড, ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সেক্টর, ডাম

বিষয়	: সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ (গোল-৩)
তারিখ	: ৩০ জুন ২০১৮
স্থান	: ডাম অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: ইকবাল মাসুদ, হেড, স্বাস্থ্য সেক্টর, ডাম

বিষয়	: জলবায়ু পরিবর্তন (গোল-১৩)
তারিখ	: ১০ মে ২০১৮
স্থান	: খামারবাড়ি অডিটোরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকা।
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: ফরিদ উদ্দিন খান, নির্বাহী পরিচালক, আরণ্যক ফাউন্ডেশন

বিষয়	: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (গোল-১৬)
তারিখ	: ২৬ এপ্রিল ২০১৮
স্থান	: আউস্ট অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: কাজী আলী রেজা, সিইও, এথিক্স সেন্টার

বিষয়	: খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা (গোল-২)
তারিখ	: ২৫ মার্চ ২০১৮
স্থান	: ডিএফইডি অফিস
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: বিদ্যুৎ কে মহলদার, চিফ অব পার্টি, এগ্রিকালচার এক্সটেনশন প্রজেক্ট, ডাম

বিষয়	: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারীর ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন (গোল-৫)
তারিখ	: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
স্থান	: ডাম অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপক	: ফেরদৌসী আক্তার, জেন্ডার ফোকাল, ডাম

বিষয়	: সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে আগামীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবস্থা (গোল-৭)
তারিখ	: ২৫ জানুয়ারি ২০১৮
স্থান	: ডাম অডিটোরিয়াম
প্রবন্ধ উপস্থাপন	: হাসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন

হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় মোট ১,৯৯,৮৮৮ জন মানুষের কাছে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন বিষয়ক বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।
সম্প্রতি কক্সবাজারে দুটি ক্যাম্পে ২১০০০ রোহিঙ্গার নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে।

লক্ষ্য ৭: সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে আগামীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিদ্যুতের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ করা। সব উন্নয়নশীল দেশের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা করতে এ খাতে বিনিয়োগ করা।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০,৪৩০ মেগাওয়াট, সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ১১,৬২৩ মেগাওয়াট, এবং বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ১৮ লাখ। প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের ৯১ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বর্তমান সরকার 'ভিশন ২০২১'-এর আওতায় সকল মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করেছে। সরকার ২০২০ সালের নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। পাশাপাশি দেশের সৌর সেচ প্রকল্প-সৌর মিনি গ্রিড এবং সৌর মাইক্রো-গ্রিডের উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ৮: এসডিজির অষ্টম অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে 'স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি

দেশে বর্তমানে টিভিইটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৭ হাজার ৯২৫টি। এর মধ্যে ৫ হাজারের বেশি টিভিইটি ইনস্টিটিউট বেসরকারি। এর বাইরে বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে ১ হাজার ১৬১টি। প্রায় ৮ হাজার প্রতিষ্ঠানে বছরে মোট ১২ লাখ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নেয়। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছে– করিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, এনএসডিসি ইত্যাদি। এর বাইরে ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিলস ১২টি ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কাজ করছে।
এক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সংস্থাটি বেকার তরুণ, অদক্ষ শ্রমিক, চাকরিচ্যুত শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা, প্রবাস ফেরত শ্রমজীবীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। বর্তমানে টিভিইটি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই) ও আহ্ছানিয়া মিশন কমিউনিটি কলেজ (এএমসিসি) এ সংক্রান্ত সেবা দিচ্ছে। ভবিষ্যতে নতুন টিভিইটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও রয়েছে।

লক্ষ্য ১১: মানববসতি ও শহরগুলোকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখা

বাংলাদেশে নগরমুখী মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রতি বছর সারা দেশ থেকে শুধু ঢাকায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ বসবাসের জন্য আসে। লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়লেও এখনো ঢাকার প্রতি তিনজনে একজন মানুষ মৌলিক সুযোগ-সুবিধাহীন বস্তিতে বাস করে। সারা দেশের শহরাঞ্চলে প্রায় ৬০ লাখ গৃহের সংকট রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি-১১) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নগরের দরিদ্রদের আবাসন নিশ্চিত করা জরুরি।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতিদিন ২৩৫ হেক্টর কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে। নগরীতে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। তাই শুধু নগরীতে বসবাসের জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার।
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ প্রেক্ষিতে ভূমিকম্প বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, নগরে নিয়মিত মহড়া পরিচালনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, আরবান ভলানটিয়ার তৈরি করা, নগরে বিভিন্ন পর্যায়ে ঝুঁকি কমানোর জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে প্রশমন কার্যক্রম গ্রহণ, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের দুর্যোগ বিষয়ক শ্রেণিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ, এ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, এবং নগরায়ণ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ততা অব্যাহত রেখেছে।

এসডিজি ৩-এর টার্গেট ৩.৫ অর্থাৎ মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস ও চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

লক্ষ্য ১৩: জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণের জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহভাবে হাজির হচ্ছে বাংলাদেশের সামনে। জলবায়ু পরিবর্তেনের প্রভাব যতই প্রকট হচ্ছে এবং দৃশ্যমান হচ্ছে ততই তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ ঝুঁকির মধ্যে থাকা বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলোর ১৩ কোটি ৩৪ লাখ মানুষের মাথাপিছু জিডিপি ১৪.৪ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে মনে করছে বিশ্ব ব্যাংক। সংস্থাটি মনে করছে, এতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৭১ বিলিয়ন ডলার। তথ্য অনুযায়ী, ঝুঁকির শীর্ষে থাকা ১০ জেলা হলো– কক্সবাজার, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, নোয়াখালী, ফেনী, খাগড়াছড়ি, বরগুনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা। এর মধ্যে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের মানুষ।

পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। খাদ্য, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা, সুপেয় পানির নিরাপত্তাসহ অবকাঠামো ও শক্তিখাতে এই দেশের মানুষের সার্বিক আর্থ-সামাজিক জীবন এক বিরাট হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া মানুষের জীবন-জীবিকায় নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। এসব আকস্মিক ঘটনা আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। জার্মানি ওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত "বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক-২০১৬" অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বোচ্চ ঝুঁকির সূচকে বাংলাদেশে রয়েছে ৬ নম্বরে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) সবসময়ই দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আর এ জন্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তিসমূহ, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ডাম-এর এ পরিকল্পনাটি হল– দশ বছরব্যাপী (২০১৫-২০২৫) কৌশলগত পরিকল্পনা। আর এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক দলিল "Sustainable Development Goal", সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন কৌশলপত্র, পরিকল্পনা ও নীতিসমূহ। এই কৌশলগত পরিকল্পনায় সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৮টি সেক্টরে বিভাজিত করা হয়েছে, এর মধ্যে ৩টি মূল সেক্টর, ৩টি পরিপূরক সেক্টর ও ২টি ক্রসকাটিং সেক্টর। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সেক্টরটি ক্রসকাটিং সেক্টর হিসেবে অপরাপর সেক্টরগুলোর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ সেক্টর ডামের কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে, এই সেক্টরের জন্যও দশ বছরব্যাপী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। যাতে Sendai Framework for Action (২০১৫-২০৩০) ও সরকারের দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর মুখ্য বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সেক্টরটি অপরাপর সেক্টরগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে এবং সেক্টর ফোকাস কার্যক্রম সরাসরি বাস্তবায়ন করে থাকে। এই সেক্টরের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো ও দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, উপশমমূলক কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ এবং জরুরি সাড়া প্রদান ও পুনর্গঠন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

লক্ষ্য ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

মানব ইতিহাস দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের। শান্তি সাধারণত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুইভাবেই সংজ্ঞায়িত হয়। নেতিবাচক শান্তি সাধারণত দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও শারীরিক ভায়োলেন্সের অনুপস্থিতিকে বোঝায়। আর ইতিবাচক শান্তি বলতে বন্ধুত্বের উন্নয়ন, পারস্পরিক বোঝাপাড়া, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চয়তা, উন্নয়নে অবদানকে বোঝায়।

বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার, খাবারের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার সর্বোপরি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছিল। পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ শান্তি চুক্তি করে।

সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি শীর্ষক বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত ১১টি সেমিনারের প্রথম সেমিনারে বক্তাগণ

জাতিগত জাতীয় দ্বন্দ্ব, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, অভিবাসী এবং অভিবাসীদের, জাতিগত সহিংসতা, ধর্মীয় চরমপন্থা, বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অত্যাচার এবং বাক স্বাধীনতা প্রকাশে বাধা, বেকারত্ব এবং দরিদ্র স্বাস্থ্যসেবা; প্রান্তিক গোষ্ঠীর বর্জন বা তাদের সাথে বৈষম্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় হুমকিস্বরূপ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ২২টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান এবং ৭০টি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে এ কার্যক্রম। যেমন– বেসরকারি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এবং ধূমপানবিরোধী কার্যক্রম, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, এইচআইভি/এইডস, পথশিশু, ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন, পরিবেশগত সুরক্ষা, বন্দীদেরও বস্তিবাসীদের বসবাস, কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) মাল্টি-গ্রেড শিক্ষণ-শিক্ষা শিক্ষা প্রদান। এসকল উদ্যোগ দেশের সার্বিক উন্নয়নে, মর্যাদা ও মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

উপসংহার

এসডিজির লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে বছরব্যাপী আয়োজিত সেমিনারে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেসব দিক গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হবে। এরই মধ্যে মিশন এসডিজির সাথে সমন্বয় করে নিজস্ব কর্মসূচির আলোকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ওপরের আলোচনায় তারই একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অনগ্রসর মানুষের কল্যাণে সদানিবেদিত।

প্রত্যন্ত স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাচ্ছে

এসডিজি-৪ এবং ডামের শিক্ষা কর্মসূচি

মো. সাহিদুল ইসলাম

ধরা যাক, একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অনেক কলকারখানা স্থাপন করা হলো, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। কিন্তু কলকারখানা স্থাপনে পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনা করা হলো না। কিছু বছর পরে দেখা গেল, শিল্পজাত পণ্য প্রয়োজনমতো হলেও দেশের পরিবেশের চরম ক্ষতি হয়ে গেল। জলবায়ু ধ্বংস হয়ে গেল। রোগ বেড়ে গেল। মানুষের স্বাস্থ্য খাতে খরচ অনেক বেড়ে গেল। ফলে উন্নয়ন টেকসই হলো না। সাধারণ মানুষ উন্নয়নের ফল ভোগ করতে পারলো না। এ অবস্থাকে কি সত্যিকার উন্নয়ন বলা যাবে? তাই যেকোনো উন্নয়নকে করা দরকার টেকসই যেন তা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে আসে। পৃথিবীর সকল দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় উৎপত্তি হয়েছিল বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারণা যা মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল (এমডিজি) নামে পরিচিত। বাংলাদেশসহ অনেক দেশ চমৎকারভাবে ২০০১ থেকে ২০১৫ সময়ে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য অর্জন করে। ২০১৫ সালের পর থেকে আরো কিছু উন্নয়নের ধারণা নিয়ে জাতিসংঘ চিন্তা ভাবনা শুরু করে। পরিবর্তিত পৃথিবীর জন্য নতুন উন্নয়নের ধারণা ও এমডিজিতে যে বেসিক উন্নয়ন হয়েছে তা টেকসই করতেই জাতিসংঘ তৈরি করেছে সাসটেইন্যাবল ডেভলপমেন্ট গোল যা সংক্ষেপে এসডিজি নামে পরিচিত। এসডিজিতে ১৭টি গোল এবং ১৬৯টি টার্গেট রয়েছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনে কাজ করতে হবে। এসডিজির ১৭টি গোলের মধ্যে গোল-৪ হলো "সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।" যা সংক্ষেপে এসডিজি-৪ শিক্ষা গোল নামে বেশি পরিচিত।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উদ্ভাবিত এসকল শিক্ষা মডেল শিশুর জীবনের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ৯০৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৯ শত ৩ জন শিশু ও তাদের অভিভাবকগণ 'শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ' কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতি শিক্ষায় উন্নত হলে সে জাতি থেকে অনেক উদ্যোগ অনেক আবিষ্কার উঠে আসে। সেই উদ্যোগ ও আবিষ্কার সে জাতি ও দেশকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যায়। আর একটি দেশকে এগিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা। যে দেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থা যত বেশি মানসম্মত, সে দেশের উন্নয়ন তত বেশি টেকসই। শিক্ষা এমন একটি সম্পদ যা ফুরিয়ে যাবার নয়। একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে যেতে পারে কিন্তু শিক্ষা সম্পদ কখনও শেষ হয় না। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ অর্জনে যে ১০টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা পূরণে ডামের শিক্ষা কর্মসূচি কাজ করে চলেছে। ডাম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমাজভিত্তিক একটি কার্যক্রম বিবেচনা করে নিরক্ষর ও দরিদ্র জনসাধারণকে স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং তদারকির সঙ্গে যুক্ত করেছে।

যা শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর টেকসইকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এডিজি-৪ এর লক্ষ্য অনুযায়ী ডাম শিক্ষা কর্মসূচির পদক্ষেপসূমহ নিম্নরুপ:

লক্ষ্যমাত্রা ৪.১: *'২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।'* এ লক্ষ্য পূরণে ডামের বিভিন্ন শিক্ষা কম্পোনেন্টে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কৈশোর শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার সুযোগ, ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষা কার্যক্রম ও সময়সূচি, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার পরিবেশ বিবেচনায় ডামের রয়েছে নানা উদ্ভাবনী মডেল। দুর্গম অঞ্চল যেখানে স্কুলবহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে ডাম বাস্তবায়ন করছে মাল্টিগ্রেড শিখন শিক্ষণ পদ্ধতি। যা একই শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। মাল্টিগ্রেড মডেল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগোপযোগী মডেল হিসেবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে এবং পিইডিপি-৩ র আওতায় এ মডেলটি পাইলটিং করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। যা স্কুলবহির্ভূত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকারে এক অনন্য সুযোগ তৈরি করছে। ডাম চলতি শিক্ষাবছরে ৫৪০২টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫৬৪৫৮ জন স্কুলবহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হয়েছে। যাদের বয়স ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। এ ছাড়াও ৪২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী ২১৮০ জন শিক্ষার্থী নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৩.২৩ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী।

লক্ষ্যমাত্রা : *'২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।'* শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ কর্মসূচিকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য ডাম যে সকল কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তার মধ্যে 'সমন্বিত শিশু বিকাশ কার্যক্রম', 'কম্যুনিটি-বেইজড রিডিং ফর চিলড্রেন', মা-বাবা, অভিভাবককে শিশুর বিকাশে সচেতন করার প্রয়াসে 'পারিবারিক জীবন শিক্ষা'সহ নানা রকম মডেল প্রয়োজন ও বাস্তবতা বিবেচনায় বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উদ্ভাবিত এসকল শিক্ষা মডেল শিশুর জীবনের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দারিদ্র্য, জাতিভেদ, লিঙ্গ বৈষম্য, গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা এবং অক্ষমতার মত বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নিয়ে ৯০৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৯ শত ৩ জন শিশু ও তাদের অভিভাবকগণ 'শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ' কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। 'শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ' কর্মসূচি শিশুদেরকে স্কুলের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে এবং প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যা ভর্তির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৩: *'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা'* এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডাম আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুবসম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান ও সৃষ্টিতে কাজ করছে। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা দিয়ে সবার কর্মসংস্থান সম্ভব হয় না। তাই দরকার কারিগরি শিক্ষা। একটি উন্নত দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় প্রবেশ করে। ডাম টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশন ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করে আরএমজি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাশন ও ইনফরমাল ইকোনমি সেক্টরে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। ডাম শিক্ষা কর্মসূচি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা যুবাদের এ সকল কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করছে। চলতি বছরে দুই হাজার ৮ শত ৩০ জন যুবা ১৪টি বিভিন্ন ট্রেডে সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। ডাম দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে শিক্ষা প্রদান করছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৪: *'চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।'* প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বায়নের যুগে আগামীতে কর্মসংস্থানের যে পৃথিবী আসছে সেখানে চাকরির সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে যদি মানসম্মত মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব না হয় তাহলে আগামী দশকে টেকসই উন্নয়ন দূরের কথা, এই মাথাভারী জনগোষ্ঠী নিয়ে কোনো উন্নয়নই সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষা সম্পন্ন করা যুবাদের নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে উদ্যোক্তা হতে হবে। ডাম শিক্ষা কর্মসূচি যুবক ও প্রাপ্তবয়স্কদের দক্ষতা ও ধরন অনুযায়ী উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সহযোগিতা করে থাকে। টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এডুকেশন ও ট্রেনিং সেন্টারে লিংকেজ, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করে থাকে। গত অর্থ বছরে শিক্ষা কর্মসূচি

জয়ফুল প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা

ও ডাম মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪ হাজার ১ শত ৩৫ জন নতুন উদ্যোক্তার উন্নয়ন ঘটেছে যার মধ্যে ৬০ শতাংশই নারী উদ্যোক্তা। পাশাপাশি শিক্ষা কর্মসূচির কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবাদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৫: *'অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।'* ডাম তার শিক্ষা কর্মসূচিতে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী ও নৃ-জনগোষ্ঠীকে সমান প্রবেশাধিকার প্রদান করে। শিক্ষা কর্মসূচির সকল কেন্দ্রে সমতাভিত্তিক একীভূত শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। শিক্ষায় মেয়ে শিশুকে ভর্তির বিষয়ে অভিভাবকদের উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে মোট ভর্তিকৃত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৩-৫৫ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী এবং বয়স্ক সাক্ষরতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১০০ ভাগ নারী শিক্ষার্থী।

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৬: *'নারী পুরুষ নির্বিশেষে যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা।'* শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। আমাদের দেশের একটি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরক্ষর মায়েদের হার বিশাল। মায়েদের উন্নয়নের চাবিকাঠি দিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে মা সাক্ষরতা অভিযান। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো, নিরক্ষর এবং স্বল্প সাক্ষর মায়েদের পড়ালেখা শিখতে সহায়তা করা। এ অভিযানে এখন পর্যন্ত ৩০ হাজার ৯ শ' ৯৫ জন নিরক্ষর মা সাক্ষরতার আলোয় আলোকিত হয়েছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি করে জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দৈনিক পত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নিরক্ষর মায়েদের সচেতন ও উজ্জীবিত করা হচ্ছে। এ ছাড়াও আমাদের দেশের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে যে সকল নিরক্ষর শ্রমিক রয়েছেন তাদের সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জন করাতে শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে নিরক্ষর কর্মীদের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ 'কর্মক্ষেত্রে সাক্ষরতা'। এ কার্যক্রমের আওতায় কর্মজীবী নিরক্ষর শ্রমিকদের সাক্ষর করে তোলা হচ্ছে। যার মাধ্যমে শ্রমিকরা তাদের শ্রম দক্ষতার সাথে জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করছেন। কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও সচেতনতা বাড়ছে যা সামগ্রিকভাবে তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও টেকসই করে তুলছে।

উঁচু টেবিল ও টুলে বসে ক্লাসের পাঠচর্চা করছে শিক্ষার্থীরা

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৭: *'টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।'* এ লক্ষ্য অর্জনে ডাম শিক্ষা কর্মসূচি তার আওতাভুক্ত সকল পাঠ্যক্রমে, পাঠদানে, শিক্ষক প্রশিক্ষণে এমনকি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন মূল্যায়নে টেকসই জীবন ব্যবস্থা, সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। যার ফলে সকল শিক্ষার্থী অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হচ্ছে ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে জানতে পারছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৮: *'শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধা নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা।'* ডামের শিক্ষা কর্মসূচির সকল বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও শিশু শিখন কেন্দ্র প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল করে গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও কর্মীগণ শিশু সুরক্ষা, শিশুর অধিকার একীভূত শিক্ষা বিষয়ে সচেতন। সকল শিক্ষাকেন্দ্রে মৃদু ও মাঝারি মানের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহজ প্রবেশাধিকার রয়েছে। কার্যকরী শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে ডামের শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অংশগ্রহণ করছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী ডাম শিক্ষা কার্যক্রমে নমনীয়তা আছে। নিরাপদ খাবার পানি, স্যানিটেশন সুবিধাসহ নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত। ডাম শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ফলে কার্যকর শিখন পরিবেশ তৈরি সহজ ও টেকসই হয়। এসকল বিষয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিত অভিভাবক সভা আয়োজন করে সচেতনতার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষা কর্মসূচির সকল শিক্ষাকেন্দ্রই লক্ষ্যমাত্রা ৪.৮ টেকসই করতে কাজ করে চলেছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৯: *'উন্নত দেশ ও অনান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্টসহ অনান্য বৃত্তির পরিমাপ ২০২০ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।'* এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে ডাম নানমুখী উদ্যোগ হাতে নিচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৪.১০: *'শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে যোগত্যাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি করা।'* মানসম্মত শিক্ষার জন্য মানসম্মত শিক্ষক খুবই প্রয়োজন। এ বিবেচনায় শিক্ষা কর্মসূচি শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, নিজস্ব প্রশিক্ষক ও ভেন্যু ব্যবহার করে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহীদের যোগ্য ও পেশাদার করে গড়ে তুলতে কাজ করা হচ্ছে। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষণ-শিখন প্যাডাগোজির ওপর কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত শিক্ষকদের অন জব প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষকদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের কারিগর হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে।

মানসম্মত শিক্ষা দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজি গোল-৪ অর্জনে ডাম শিক্ষা কর্মসূচি পরিমাণ ও মান দুটোই বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো সহশিক্ষা কার্যক্রম। খেলাধুলা, কুইজ, বিজ্ঞান মেলা, আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট, ছবি আঁকা, সুকুমারবৃত্তি চর্চা, লাইফ স্কিল ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে ডামের সকল শিক্ষাস্তরের শিক্ষায় সহশিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ডাম কাজ করছে। শিক্ষার্থীর পাঠ মূল্যায়ন, তার শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগিতা অনুযায়ী করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষ আনন্দময় করে তুলতে সকল শিশু শিখন কেন্দ্র শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় ভৌগোলিক অসমতা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পক্ষান্তরে মফস্বল এবং অন্যান্য দূরবর্তী অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই অপ্রতুল বিশেষ করে দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং এসব এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হারও উদ্বেগজনক। ডামের শিক্ষা কর্মসূচি এটি বিবেচনায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে শহরের বস্তি, নৃ-গোষ্ঠী বসবাস এলাকা, হাওড়, চর, পাহাড়ি, নদীভাঙন ও উপকূলীয় এলাকায়। এ সকল এলাকায় উপানুষ্ঠানিক মাল্টিগ্রেড পদ্ধতি ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের দিয়েছে শিক্ষায় নতুন সুযোগ।

উন্নয়ন কর্মসূচির অংশীজন হিসেবে এসডিজি বাস্তবায়নে ডামের নিজস্ব অঙ্গীকার রয়েছে। ডাম তার প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন দিকে সক্ষমতা উন্নয়ন করছে। ডাম স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনায় (২০১৫-২৫) এসডিজি গোল-৪ অর্জনে নানামুখী নীতি, কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় রেখেছে। ডামের শিক্ষা কর্মসূচি গোল-৪ এর লক্ষ্যসূমহ ও কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা কর্মসূচির স্ট্র্যাটেজিক কৌশলপত্র তৈরি করেছে। সকল কর্মীদের এসডিজির ওপর প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। সকল শিক্ষা প্রকল্পে এসডিজি-৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমন্বয়হীনতার অভাবে অনেক উন্নয়ন ভেস্তে যায়, এ বিবেচনায় শিক্ষা কর্মসূচি সকল শিক্ষা সেবা প্রদানকারী ইউনিট, ডিভিশন ও প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন, ইত্যাদি) সকলের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। সময়মতো সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেলে যেকোনো পরিকল্পনা অনেক বেশি কার্যকর হয়। আর তাই শিক্ষা উন্নয়নের সকল তথ্য ও ঘটনা ডামের ওয়েবে একটি নির্দিষ্ট কর্নারে আপলোড হচ্ছে। ডাম এমআইএস ইউনিট সকল শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত করছে।

জনগণ এখন আর কেবল উপকারভোগী নয়। তারা দেশের উন্নয়নে অংশীদার। যা কিছু করতে হবে, তাদের সম্পৃক্ত করে করতে হবে। সে লক্ষ্যে ডাম শিক্ষা কর্মসূচি প্রকল্পের শুরু থেকে স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় দাতা ও কমিউনিটিকে প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে সংশ্লিষ্ট রাখছে। এসডিজির শিক্ষা গোল বাস্তবায়নে বাইরের দাতাসংস্থার অর্থায়ন হয়তো খুব বেশি হবে না। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় ধনী ব্যক্তি, অভিভাবক, নিজস্ব অর্থায়ন ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে কমিউনিটিও শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মনিটরিং, সুপারভিশনসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকল্প শেষ হলেও শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর টেকসইকরণে ভূমিকা রাখছে। চলতি বছরে কমিউনিটির সহায়তায় ২৪১টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ২৫২টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, ৫০৬টি প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, এবং ১৫টি নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৮ হাজার ২ শত ৫১ জন শিক্ষার্থী (৫৬.২% মেয়ে) শিক্ষা গ্রহণ করছে।

মেয়েদের শিক্ষা

এসডিজির মূল প্রতিশ্রুতিই হচ্ছে কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না। সকল শিক্ষার্থী মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পাবে। একটি সমন্বিত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সকলকে সম্পৃক্ত করে ডাম সকল মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ডাম শিক্ষা কর্মসূচি টেকসই উন্নয়নের (এসডিজি) সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ বড় ধরনের অবদান রাখবে এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

***মো. সাহিদুল ইসলাম**, হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রামস্, ডাম*

হাওড় এলাকায় নৌকায় চ

হাওড় এলাকায় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকল্পের বরাদ্ধকৃত ডামের জয়ফুল নৌকা স্কুল পরিদর্শন করেন রোটা'

হাওড়-বাওড় ও সমতলভূমির বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির একটি বিস্তীর্ণ জনপদ হলো কিশোরগঞ্জ জেলা। হাওড় এলাকার জন্য এই জেলা শিক্ষা ও উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সুবিধাবঞ্চিত জনগণের সংখ্যা, তাদের জীবনমান ও মহিলাদের লেখাপড়ার নিম্নহার বিবেচনা করে ডামের শিক্ষা কর্মসূচির জয়ফুল প্রকল্প এই জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে।

পানিবন্দী শিক্ষার্থীর বাড়ি এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে শিক্ষার্থীদের নৌকা স্কুলে তুলে নিয়ে আসে। তারপর একটি জায়গায় স্থির হয়ে চলে পাঠদান। নৌকার উপরের ছাদেও রয়েছে শিক্ষার্থীদের বিনোদনমূলক কাজের বিভিন্ন সুবিধা। হাওড় অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে ৪টি নৌকার মাধ্যমে দুই শিফটে এ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে

ইটনা ও মিঠামইন উপজেলার আটি এলাকার মানুষ ৫ থেকে ৬ মাস পানিবন্দী থাকে। এ সময় নৌকাই তাদের একমাত্র বাহন। পানিবন্দী থাকার সময় সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে এ এলাকার শিশুরা। এ সময় তাদের শিক্ষা, খেলাধুলা সবই বন্ধ হয়ে যায়। তারা স্কুলে যেতে পারে না এবং এক সময় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অবশেষে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। আর এভাবে ইটনা ও মিঠাইন উপজেলায় রয়েছে অগণিত ঝরে পড়া শিক্ষার্থী। এ সকল ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানে কাজ করছে ডামের এই শিক্ষা প্রকল্প। মাল্টিগ্রেড শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে এ প্রকল্পটি হাওড় অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করছে।

হাওড় অঞ্চলের পানিবন্দী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকল্পটি নিয়েছে একটি অনন্য উদ্যোগ। আর সেটি হলো নৌকাস্কুল। পানিবন্দী শিক্ষার্থীর বাড়ি এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে শিক্ষার্থীদের নৌকা স্কুলে তুলে নিয়ে আসে। তারপর একটি জায়গায় স্থির হয়ে চলে পাঠদান। নৌকার উপরের ছাদেও রয়েছে শিক্ষার্থীদের বিনোদনমূলক কাজের বিভিন্ন সুবিধা। হাওড় অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে ৪টি নৌকার মাধ্যমে দুই শিফটে এ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত কয়েকটি বিষয় হলো–

- ৪টি সিআরসিভিত্তিক সিএলসি (১২টি শ্রেণি) এবং ১৪০টি কমিউনিটিভিত্তিক সিএলসি চলমান;
- ৪,২০০ জন শিক্ষার্থী সরাসরি প্রাথমিক

র প্রোগ্রাম পরিচালক জারমিনা আয়েশা তারিক নাসির এবং প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ওয়াসিম খামজা

ড়ে স্বপ্ন বুনছেন শিক্ষার্থীরা

শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে;

- ২৪০ জন শিক্ষার্থী সরাসরি নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে;
- ১,৫৩০ জন কিশোর-কিশোরী জীবন দক্ষতা শিক্ষা ও নেতৃত্ব উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছে;
- ১২,৮০০ জন অভিভাবক, সিএমসি সদস্য ও কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাতারের দাতাসংস্থা 'রিচ আউট টু এশিয়া (রোটা' এর ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামের পরিচালক মিস জারমিনা আয়েশা তারিক নাসির এবং প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ওয়াসিম খামজা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)-এর কিশোরগঞ্জের এই প্রকল্প ও কক্সবাজারে আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত মাঠ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তারা ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত দাতা সংস্থা রোটার দাপ্তরিক সফরে বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন।

সফরকালে তারা ডামের শিক্ষা কর্মসূচির জয়ফুল প্রকল্পের ইটনা উপজেলার মাল্টিগ্রেড শিক্ষণ শিখন পদ্ধতিতে পরিচালিত একটি সিএলসির শিক্ষা কার্যক্রম দেখেন। হাওর এলাকার পানি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ডামের জয়ফুল নৌকা স্কুল, ফেরি নৌকা ও কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার পরিদর্শন করেন তারা। জারমিনা আয়েশা শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও তাদের ইচ্ছা ও স্বপ্ন নিয়ে কথা বলেন। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে স্কুল বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলেন। প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ওয়াসিম খামজা বলেন, বাংলাদেশের অনেক মানুষ কাতারের উন্নয়নে কাজ করছে, তেমনিভাবে কাতার ভিত্তিক সংস্থা রোটা বাংলাদেশের স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য সহায়তা করছে।

তিনি চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস এবং কিশোর-কিশোরীদের চেঞ্জমেকার হিসেবে তৈরি করতে কর্মসূচি হাতে নেয়ার ওপর জোর দেন। তিনি কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় ডামের শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের দলভিত্তিক শিখন কার্যক্রম দেখেন। তিনি বলেন, "বিভিন্ন বয়সের স্কুলবহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের এ পদ্ধতি সত্যিই চমৎকার। এখান থেকেই আগামী দিনের সফল মানুষ (রিয়েল হিরো) গড়ে উঠবে, এই আশা আমি করি।"

"বিভিন্ন বয়সের স্কুলবহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের এ পদ্ধতি সত্যিই চমৎকার। এখান থেকেই আগামী দিনের সফল মানুষ (রিয়েল হিরো) গড়ে উঠবে, এই আশা আমি করি।"

ডামের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় দাতা সংস্থা প্রতিনিধির সাথে উপস্থিত ছিলেন ডাম শিক্ষা কর্মসূচির হেড মো. সাহিদুল ইসলাম, জয়ফুল প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার এবিএম সাহাব উদ্দিন, কো-অর্ডিনেটর বেসিক এডুকেশন শাহীন আক্তার, কো-আরডিনেটর এমঅ্যান্ডই ও ফিল্ড কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রথম পুরস্কার লাভ করে

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)-৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভূমিকা

ইকবাল মাসুদ

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মাদকের ব্যবহার ও এর নানা ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিশ্বে উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে দেখা হয়। বহুমাত্রিক টেকসই উন্নয়নের জন্য এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি প্রণয়নে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার থেকে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) থেকে এসডিজির পরিসর অনেক বড় ও বহুমাত্রিক। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে এসডিজির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ এসডিজি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, লিঙ্গ বৈষম্য নিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন এসব ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এসডিজি বাস্তবায়নের সময় ১৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যা অর্জন করতে চাই, তা এ সময়ের মধ্যে অর্জন করতে হবে। এসডিজির বিষয়গুলো ইতোমধ্যে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এসডিজির প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলো হচ্ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, শিক্ষা, টেকসই নগরায়ণ, সমুদ্র ও বনভূমি রক্ষা ইত্যাদি। এগুলো সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে পূরণ করবে বলে এসডিজি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্য–৩ অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত জীবনমান নিশ্চিতকরণ এবং সকল বয়সী সকল

মানুষের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই। আগামী ১৫ বছর গোল-৩ এর আওতায় যে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হবে তা হলো মাতৃত্বজনিত মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা, দেশে ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মাসহ বেশ কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, এইডস্ প্রতিরোধে কর্মসূচি আরও জোরদার করা, সড়ক দুর্ঘটনাজনিত হতাহতের সংখ্যা হ্রাস করা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা, প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম, তামাক নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যমুক্ত সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তি হলো। **'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'** এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভেট), ওয়াশ, কৃষি, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস নিয়ে বাংলাদেশের ৩৮টি জেলায় কাজ করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্য কর্মসূচি অন্যতম। **এসডিজির লক্ষ্য-৩ এর আওতায় কমবেশি প্রতিটি টার্গেটে করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর প্রাথমিক স্বাস্থসেবায় ২০১৩ হতে আরবান প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করছে। এছাড়াও ঢাকার মিরপুর ও উত্তরায় অবস্থিত ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল, মুন্সীগঞ্জে হেনা আহমেদ হাসপাতালের মাধ্যমেও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। এসব সেবার মধ্যে আছে গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার এবং সর্বোচ্চ ৮ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এসময় প্রসব ও প্রসব পরবর্তী ৫টি জটিলতা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য দেয়া হয় এবং বিনামূল্যে টিটি ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। এ ছাড়া নিরাপদ প্রসবের জন্য নগর মাতৃসদনের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে নরমাল ও সিজারিয়ান ডেলিভারী করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারা পরিবার পরিকল্পনার সমস্ত লজিস্টিক সরবরাহ করছে। প্রকল্পের সেবা গ্রহীতাদের মাঝে সরাসরি পিল, কনডম, আইইউডি, ইমপ্লানন প্রদান করা হচ্ছে। স্থায়ী এনএসভি ও লাইগেশন করানো হচ্ছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিশোর-কিশোরীদের এবং সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দলীয় সভা এবং বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়।

মিশন পরিচালিত নগর মাতৃসদনে বিশেষজ্ঞ শিশু ডাক্তার দ্বারা শিশুদের শারীরিক সমস্যায় সেবা দেয়া হয়। শিশুদের জন্য ১০ রোগের টিকা প্রদান করা হয়। শিশুদের অপুষ্টি প্রতিরোধে নিয়মিত শিশুর গ্রোথ মনিটরিং কার্ড পূরণ করা হয়। এনআইডি'র মাধ্যমে বছরে ২ বার পোলিও টিকা দেয়া হয়ে থাকে, ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন করা হয়ে থাকে এবং কৃমি নাশক ঔষধ প্রদান করা হয়।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজে সহযোগিতা করার জন্য মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর জিএফএটিএম ফান্ডে পরিচালিত টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম জানুয়ারী ২০১৩ সাল থেকে বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় ও ঔষধ প্রদান করছে । যক্ষ্মার লক্ষণ যুক্ত রোগী শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে কর্মএলাকায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম যেমন– কমিউনিটি লিডার, ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স, এইচআইভি এনজিও ওয়ার্কার্স, নন-গ্রাজুয়েট পিপিএস (ফার্মাসিস্ট)দের সাথে আলোচনা সভা, জারি গান, যক্ষ্মা বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি পরিচালনা করছে।

বিশ্বনেতারা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজির) ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ১৬৯টি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে তামাক ও মাদক নিয়ন্ত্রণ ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান অন্যতম। মিশন মাদকবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে ১৯৯০ সালে। মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুরু হলেও এর ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকার অদূরে গাজীপুরে ৫ বিঘা জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রথম চিকিৎসা কেন্দ্র। ২০১০ সাল থেকে যশোরে মাদক নির্ভরশীল পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ২০১৪ সাল থেকে ঢাকাতে নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। চিকিৎসা কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৭ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং অ্যান্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং অ্যান্ড ক্রেডেনশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুরের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র‍্যালি

জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ সকল কার্যক্রমের অবদানস্বরূপ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকবিরোধী উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের জন্য একাধিকবার পুরস্কার অর্জন করেছে। মিশনের মাদকবিরোধী কার্যক্রম এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও সুনাম অর্জন করছে এবং বিদেশি মাদকবিরোধী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, চিকিৎসা কার্যক্রম, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান বন্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলো যুগোপযোগী করার দাবি রাখে। কারণ, কার্যকর মাদক নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা 'স্বাস্থ্যসম্মত জীবনমান নিশ্চিতকরণ এবং সব বয়সের সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা' সম্ভব নয়। আর এসডিজি'র অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাদক একটা বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা, এছাড়া রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মাদক একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পাশাপাশি যারা চিকিৎসা নিতে আগ্রহী নয় বা সামর্থ্য নেই তাদের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে ক্ষতিহ্রাস/ঝুকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যেমন : আবাসিক চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে মেথাডন ক্লিনিক স্থাপন, এইচআইভির জন্য ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য সুঁই সিরিঞ্জ বিতরণ কর্মসূচি, ওভারডোজ নিয়ন্ত্রণমূলক শিক্ষা প্রদান, এইচআইভি ও হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মাদকবিরোধী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি।

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মিশন ১৯৯০ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় তামাকবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণ ও পরোক্ষ ধূমপান হ্রাসের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও সরকারের এই আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য এগিয়ে এসেছে। এ পর্যন্ত ২৪টি জেলার প্রায় সকল রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা শহরের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনকে ধূমপান ও তামাকমুক্তকরণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একত্রে কাজ করছে । এছাড়া তামাকের ওপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধিসহ আইনের একশত ভাগ বাস্তবায়নকে বেগবান করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করছে, যেমন– স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এর অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধীন শিক্ষা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, এর অধীন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, এর অধীন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি।

কাজেই এসডিজি'র তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিদ্যমান আইনের পর্যালোচনা ও দীর্ঘমেয়াদি তামাক ও মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। যার লক্ষ্য হবে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে **'দেশ থেকে যেভাবে জঙ্গিবাদ দূর করা হয়েছে একইভাবে মাদকও সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হবে-- আমরা প্রত্যেক ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখতে চাই। কেন আমাদের ছেলেমেয়েরা বিপথে যাবে? যখন পরিবারের একজন সদস্য মাদকাসক্ত হয় তখন পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়'।** সমাজের অস্থির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা বিপদগুলোর দিকে নজর রাখা এবং সচেতনভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নাহলে আরও বেশি সংখ্যক তরুণ-তরুণী মাদক গ্রহণ করবে। ঝুঁকিপূর্ণ হবে তাদের প্রাণোজ্জ্বল বর্তমান এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। সামাজিক মানুষ হিসেবে আমরা এগিয়ে আসতে পারি এই সমস্যা মোকাবিলায়। সামাজিক সচেতনতা তৈরি ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এই সকল ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাম্য। দেশে কার্যকরভাবে মাদক নিয়ন্ত্রিত হোক, দেশ সমৃদ্ধি অর্জন করুক। তাহলেই এ উদ্যোগ এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আসুন আমরা দেশের ভবিষ্যৎ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মাদকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করি।

সার্বিকভাবে মিশনের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা- ৩ অর্জনে মিশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। আমরা মনে করি, এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও গ্রামের মানুষের কাছে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা পৌছান সম্ভব।

মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অংশগ্রহণ

ইকবাল মাসুদ, *প্রধান, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তি

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র দর্শনের ওপর সেমিনার

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮-এর মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর 'ছুফি দর্শন' ও 'পত্রযোগাযোগ তত্ত্ব' শীর্ষক দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ নভেম্বর ২০১৮ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মিলনায়তনে 'ছুফি দর্শন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ধর্মবিষয়ক সচিব মো. আনিসুর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের মুখ্য সমন্বয়ক ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগের সাবেক পরিচালক ড. খিজির হায়াত খান, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মোহাম্মদ শফিউদ্দিন ও আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের পরিচালক মো. ইসমাইল মিঞা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম খলিলুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ছুফি সাধকদের সকল কর্ম ও চিন্তা চেতনা স্থান-কাল বহির্ভূত। তাঁদের বাণী, তাদের ভাবনা ও কাজ সব সময় সত্যপথের নির্দেশনা দেয়– যা সর্বকালে সকলের জন্য অনুসরণীয় ও অনুভবনীয়।

মূল প্রবন্ধে আরও বলেন, যে ব্যক্তি জগতের কার্যাবলীর মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও দখল দেখেনি সে ব্যক্তিই একেশ্বরবাদী। আল্লাহ তায়ালার একত্বে বিশ্বাস করার নামই তাওহীদ।

প্রবন্ধকার আরও উল্লেখ করেন, 'মিশন প্রতিষ্ঠাতা বলেন, কথায় ও কাজে জগতের জীব ও নির্জীব সকলকে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে অনুগৃহীত করতে হবে। স্বার্থকে চিরতরে বলি দিয়ে নিজকে পরের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে। তবেই হৃদয়ে স্পন্দন আসবে, কলবের তড়প বাড়বে, অশ্রুজলে শরীর পূত হবে, দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে আত্মার প্রসার হবে। পুরস্কারের লিপ্সা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হতে উৎপাটিত করতে হবে। তবেই মহব্বত পোষকতা পাবে। মহব্বত যত পুষ্ট হবে আত্মা ততই সঞ্জীবিত হবে। আত্মা পূর্ণ প্রসার হলে তাতে পরমাত্মার বিকাশ হবে।'

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর 'পত্রযোগাযোগ তত্ত্ব' শীর্ষক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮। রাজধানীর মিশন ভবনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. দেলওয়ার হায়দার। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ড. কাজী আলী আজম ও ড. মো. খলিল উল্লাহ। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ মো. সেলিম উল্লাহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) পত্র যোগাযোগ তত্ত্বের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক মো. আনছার আলী ফকির।

প্রবন্ধকার জানান, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) দীর্ঘ জীবনে প্রায় নিয়মিতভাবেই তাঁর ভক্ত, বন্ধু ও অনুসারীদের সাথে পত্র যোগাযোগ করতেন। ভক্তদের কাছে তার লেখা ১৭৫৩টি লেখা নিয়ে পাঁচটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সংকলিত পত্রগুলি যেন ঐশী প্রেমের প্রতিচ্ছবি।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে গবেষণা প্রকল্পের অধীনে আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের ব্যবস্থাপনায় ২০১৮ সালে ১১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এমপি

স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত ৭০ ভাগ নারী চিকিৎসা ছাড়াই মারা যান

দেশে প্রায় ২২ হাজার নারী প্রতিবছর স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এরমধ্যে ৭০ ভাগ চিকিৎসা ছাড়াই মারা যান। ক্যান্সার আক্রান্ত নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার দ্বিতীয়। ২ অক্টোবর ২০১৮, বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে রাজধানীর উত্তরাস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের উদ্যোগে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়।

এনআইসিআরএইচ-এর বরাত দিয়ে অনুষ্ঠানে জানানো হয়, স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের গড় বয়স ৪১ বছর। সব স্তন ক্যান্সার রোগীর মধ্যে ৮৯ শতাংশ ক্যান্সার রোগী বিবাহিত।

বক্তারা বলেন, যে মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ ১২ মাস পর্যন্ত পান করান তাদের শতকরা ৪ ভাগের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমবে শতকরা তিন ভাগ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের সাবেক নায়িকা সুজাতা আজিম। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল (এএমসিজিএইচ)-এর ডিরেক্টর মেডিকেল সার্ভিসেস ও হেড অব রেডিয়েশন অনকোলজি অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী। স্তন ক্যান্সার সচেতনতার ওপর আলোচনা করেন এএমসিজিএইচ-এর অনকোলজি কনসালটেন্ট ডা. সুরা যুকরুপ মমতাহেনা এবং পেইন অ্যান্ড পেলিয়েটিভ কেয়ারের হেড অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজি ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট অধ্যাপক ডা. এ.এম.এম শরিফুল আলম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহানা আফরোজ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম খলিলুর রহমানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ।

সাতক্ষীরা পৌরসভার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

সাতক্ষীরা পৌরসভা এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিতকরণ এবং তামাকমুক্ত একটি মডেল পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ সাতক্ষীরা পৌরসভা ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর এবং পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে উক্ত পরামর্শ সভা ও চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. তাজকিন আহমেদ চিশতি, মেয়র, সাতক্ষীরা পৌরসভা। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেড অব হেল্‌থ সেক্টর ও উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং হেলথ অ্যান্ড নিউট্রেশন ভাউচার স্কিম ফর পুওর, এক্সট্রিম পুওর অ্যান্ড সোশ্যালি এক্সক্লুডেড

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিতকরণ এবং তামাকমুক্ত একটি মডেল পৌরসভা হবে সাতক্ষীরা

পিপ্‌ল (পেপসেপ) প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মনিরুজ্জামান, খ্রিস্টান এইডের প্রতিনিধি রোখসানা রহিম ও রুবায়েত রেজা খান, পৌরসভার প্যানেল মেয়র, সচিব ও কাউন্সিলরবৃন্দসহ সাতক্ষীরা পৌর এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সংস্থার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমে সার্ভিস প্রোভাইডার বাছাই শীর্ষক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র মহোদয় বলেন, চিকিৎসাসেবাকে দরিদ্র পৌরবাসীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সাতক্ষীরা পৌরসভা কাজ করে যাচ্ছে। তিনি দরিদ্র, হতদরিদ্র ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির উন্নয়নে পেপসেপ প্রকল্প এলাকা হিসেবে সাতক্ষীরা পৌরসভাকে বেছে নেওয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান।

পাবলিক প্লেস হিসেবে ঢাকা নদীবন্দরে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা দরকার

তামাকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রচারণামূলক কার্যক্রম

'পাবলিক প্লেস হিসেবে ঢাকা নদীবন্দরে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং লঞ্চের ক্যান্টিনে সিগারেট বিক্রি বন্ধ করতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার'। ২৯ অক্টোবর, ২০১৮ ঢাকা নদী বন্দর সম্মেলন কক্ষে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায়, ঢাকা নদীবন্দর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত "নৌ-পরিবহণ ও নৌ-বন্দরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয়" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

এতে সভাপতিত্ব করেন, এ. কে. এম আরিফ উদ্দিন, যুগ্ম পরিচালক (পোর্ট), ঢাকা নদীবন্দর, বিআইডাব্লিউটিএ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোঃ আলমগীর কবির, যুগ্ম পরিচালক (টেরিফ), ঢাকা নদী বন্দর, বিআইডাব্লিউটিএ, মোঃ আব্দুস সালাম, যুগ্ম পরিচালক (সি এন্ড পি), বিআই ডাব্লিউটিএ, মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-পরিচালক (পোর্ট), বিআইডাব্লিউটিএ, এ কে এম কাউসারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (পোর্ট), বিআইডাব্লিউটিএ, সিনিয়র পুলিশ সুপার, ঢাকা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল সংস্থা, নৌ-থানা, লঞ্চমালিক সমিতি, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, বিআই ডাব্লিউটিএ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ঘাট শ্রমিক লীগ, নৌকা মাঝি সমবায় সমিতি, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ও বিভিন্ন তামাকবিরোধী ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে তামাকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রচারণামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে লঞ্চের যাত্রীদের মধ্যে লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হয়।

চূড়ান্ত হলো হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় ৯ অক্টোবর, ২০১৮ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় চূড়ান্ত করা হয় কৌশলপত্রটি। এতে সভাপতিত্ব করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) মো. ইমরান। সভার সভাপতি বলেন, এসডিজি গোল ৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং টিম গঠনের মধ্য দিয়ে কৌশলপত্রটি কার্যকর বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কর্মশালায় তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র খসড়া উপস্থাপন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ইসরাত চৌধুরী। কর্মশালার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। কর্মশালায় আরো বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান।

গাজীপুর সেন্টারে পালিত হলো বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস

"পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য" এই স্লোগানে এ বছর পালিত হচ্ছে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। এই দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে ১২ অক্টোবর ২০১৮ আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে "তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যে মাদকের প্রভাব ও বর্তমান প্রেক্ষাপট" বিষয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন মাদাকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদগণ এবং এই সেবার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীগণ। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র গাজীপুরের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আজিজুল হাকিম। এরপর "তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যে মাদকের প্রভাব ও বর্তমান প্রেক্ষাপট" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র গাজীপুরের সিনিয়র কাউন্সেলর এবং অ্যাডিকশন প্রফেশনাল মাহমুদুল হাসান চকদার। আলোচ্য বিষয়ের আলোকে প্রধান আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন অ্যাডিকশন প্রফেশনাল ডা. মো. রাহেনুল ইসলাম।

মাদকাসক্ত চিকিৎসায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং অ্যান্ড এডুকেশন অব অ্যাডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং-এর সর্বশেষ দুটি কারিকুলামের সমাপ্তির মাধ্যমে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিতদের জন্য "কেস ম্যানেজমেন্ট ফর অ্যাডিকশন প্রফেশনালস" ও "এথিকস ফর অ্যাডিকশন প্রফেশনালস" বিষয়ক প্রশিক্ষণটি গত ৪ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণটি রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের নিজস্ব ভবনে আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের হেড এবং কলম্বো প্ল্যানের গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন সমাপনী অনুষ্ঠানে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথাযথ দক্ষতার অভাব নিরূপণ করেই দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ম্যানেজার এবং এই চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্য পেশাজীবীদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কলম্বো প্ল্যানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং অ্যান্ড ক্রেডেনশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অ্যাপ্রুভড এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে স্বীকৃতি পায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আসছে। মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্যগত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে এনে এ সমস্যা সমাধানের জন্যই কলম্বো প্ল্যানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং এ্যান্ড এডুকেশন অব অ্যাডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-এর সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই যৌথ উদ্যোগ। প্রশিক্ষণের আটটি কারিকুলামের এটিই ছিল সর্বশেষ দুটি কারিকুলাম। যার মাধ্যমে শেষ হলো ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং অ্যান্ড এডুকেশন অব অ্যাডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-এর তিন পর্বের প্রশিক্ষণ।

মুন্সীগঞ্জে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৮, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল এবং লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস যৌথভাবে মুন্সীগঞ্জ জেলায় শ্রীনগর উপজেলার আলমপুর গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন। উক্ত মেডিকেল ক্যাম্পে প্রায় দুই শতাধিক চিকিৎসাসেবা বঞ্চিত লোকের সমাগম ঘটে এবং তারা বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইউরোলোজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান লায়ন প্রফেসর ডা. এম ফখরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেইন মেডিসিন বিভাগ, বাত ব্যথা রোগ বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট ডা. এ. বি.এম.

সিদ্দিক, ডায়াবেটিস রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ফাহরিমা আক্তার, ইবনেসিনা হাসপাতালের ইউরোলোজিস্ট অ্যান্ড জেনারেল ফিজিসিয়ান ডা. এইচ. কে. সাদেকিন এ ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে আগত রোগীকে হৃদরোগ, কিডনি ও ডায়বেটিস রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসাপত্র প্রদান করেন। এর পাশাপাশি হেনা আহমেদ হাসপাতলের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণসহ যেকোনো প্যাথলজি পরীক্ষায় বিশেষ ছাড় দেয়া হয়। উল্লেখ্য, কার্যক্রমের নেতৃত্ব প্রদান করেন মেডিকেল ক্যাম্প সভাপতি লায়ন ইকবাল মাসুদ, প্রধান, ঢাকা আহ্ছায়িা মিশন-হেল্থ সেক্টর ও প্রাক্তন ওয়েসিস লায়ন্স ক্লাব সভাপতি। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেনা আহমেদ হাসপাতালের ডা. নায়লা পারভীনসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ ও লিও ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসসহ অন্যান্য লিও সদস্য ও লায়ন নেতৃবৃন্দ।

ইতোপূর্বে আলমপুর গ্রামের হেনা আহমেদ হাসপাতালের উদ্যোগে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস-এর সহযোগিতায় একাধিকবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে।

শিশু-কিশোরদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

এতিম শিশু নিবাসের ৩৫ জন কিশোরীকে টিটি টিকা প্রদান করা হয়

৪ অক্টোবর ২০১৮, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, ডিএনসিসি , পিএ-৫ এবং লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস যৌথভাবে রিয়াদুল মুসলিমাত শিশু শিক্ষালয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। এ শিক্ষালয়ে ৩০০ শিশু অধ্যয়ন করে যারা অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান এবং ৫০ জন এতিম শিশু নিবাসে আছে। বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে ফিজিশিয়ান দ্বারা চিকিৎসার পাশাপাশি বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হয় এবং এতিম শিশু নিবাসের ৩৫ জন কিশোরীকে টিটি টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিয়াদুল মুসলিমাত এর কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. সৈয়দা লাসনা কবির, সহ-সম্পাদিকা ও সমাজকর্মী সেলিনা ফেরদৌসি, শিশু শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সেয়দা নাহিদ, লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এর লায়ন এস এম মেহেদী হাসান, জোন চেয়ারপারসন, লায়ন্স জেলা ৩১৫-এ-২, সাবেক সভাপতি লিও অদুত রহমান ইমন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া, ডা. রোকসানা নাসিমা আকতার, ডা. নাহিদ ফারহানা নবী, প্যারামেডিক রুমা আকতার, প্যারামেডিকস কোহিনুর বেগমসহ আরো অনেকে।

ব্রাদার রোনাল্ড ড্রাহোজালকে স্মরণ করল 'সংযোগ'

মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক সংযোগের উদ্যোগে ১৮ অক্টোবর ২০১৮ আপন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাদার রোনাল্ড ড্রাহোজাল-এর স্মরণে এক সভার আয়োজন করা হয়। স্মরণ সভাটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, সভাপতিত্ব করেন সংযোগের সভাপতি এবং বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্নের ন্যাশনাল ডিরেক্টর ড. পিটার হালদার। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান এবং সংযোগ-এর সাধারণ সম্পাদক ইকবাল মাসুদ এবং সংযোগের সদস্যগণ। ব্রাদার রোনাল্ড ড্রাহোজাল-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার প্রথমে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক সংযোগের সদস্যগণ ব্রাদারের সাথে কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য প্রদান করেন। রোনাল্ড ড্রাহোজাল ১৯৩৭ সালে ১৪ নভেম্বর আমেরিকার আইওয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি। থাকতেন ঢাকার মোহাম্মদপুরে। ১৯৬৩ সালে ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে শিক্ষকতা পেশা দিয়ে বাংলাদেশে কর্মযাত্রা শুরু করেন।

gvbwmK ¯^v¯'¨‡mevq wd«KvD‡Ýwjs

"পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য" এই প্রতিপাদ্যে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৮ পালন করা হয় । এই দিবসকে কেন্দ্র করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী "মনোযত্ন কেন্দ্র" এর উদ্যোগে ১০ অক্টোবর ২০১৮ আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্রি কাউন্সেলিং ও সাইকোলজ্যিকাল অ্যাসেসমেন্ট ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পটিতে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্পটির মাধ্যমে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট এ সেবা গ্রহণকারীদের বিষন্নতা, উদ্বেগ, হতাশা ও সামাজিক দক্ষতার ঘাটতি ইত্যাদি পরিমাপনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে ব্যক্তিগত সচেতনতা তৈরিতে সহায়তা করা হয়। উল্লেখ্য এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩৭ জনকে ফ্রি কাউন্সেলিং এবং ৪০ জনকে সাইকোলজ্যিকাল এ্যাসেমেন্ট সেবা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পটিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সমন্বয়কারী এবং এডিকশন প্রফেশনাল মোঃ আমির হোসেন, আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর আবিদা সুলতানা ও ফাইরুজ জিহান, আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরের সিনিয়র কাউন্সেলর এবং এডিকশন প্রফেশনাল মাহমুদুল হাসান চকদার এবং আইআরএসওপি প্রকল্পের কাউন্সেলর আশরাফুল বারী সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করেন। এছাড়াও ক্যাম্পে একটি তথ্য প্রদানের বুথ রাখা হয়, যেখানে শিক্ষার্থীদেরকে মাদকের ভয়াবহতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে তথ্য প্রদানসহ সচেতনতামূলক তথ্য সংবলিত লিফলেট প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮ বছরের উপরে ১৬.০৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী কোন না কোন মানসিক রোগে ভুগছে। অর্থাৎ এটা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত যে, যুব সমাজ মানসিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই বাস্তবতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানসিক

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে পড়াশুনার চাপ কমানো জরুরি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মনোযত্ন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পড়াশোনার চাপ কমানো জরুরি। এ ছাড়াও সামাজিক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা দরকার'। ১৫ অক্টোবর ২০১৮ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী "মনোযত্ন কেন্দ্র"-এর উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

তারা বলেন, কমিউনিটি বা সামাজিক মানসিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই এবং কর্মীর মানসিক অধিকার সম্পর্কেও কোনো নির্দেশনা নেই।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূত্র উল্লেখ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র কাউন্সেলর ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সমন্বয়কারী আমির হোসেন বলেন, যাদের বয়স ১৫-২৯ বছর তাদের মৃত্যুর দ্বিতীয় মুখ্য কারণ হলো আত্মহত্যা। প্রতি ৫ জনে একজন তরুণ মানসিক রোগে ভুগছে, ৮৩ শতাংশ তরুণ মনে করে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য এবং উত্ত্যক্ততা তাদের আত্মমর্যাদার ওপর প্রভাব ফেলে।

তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ১৮ বছরের উর্ধ্বে ১৬.১ শতাংশ এবং ১৮ বছরের নিচে ১৮ শতাংশ (শিশু ও কিশোর) জনগোষ্ঠী মানসিক রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশে প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মো. রিজওয়ানুল করিম শামীম, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মজুমদার এবং সেন্টার ফর ল অ্যান্ড পলিসি অ্যাফেয়ারস-সিএলপিএ-এর সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহাবুবুল আলম। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী "মনোযত্ন কেন্দ্র"-এর উদ্যোগে আরো ছিলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রি কাউন্সেলিং ও সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট ক্যাম্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৩টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ঢাকা, গাজীপুর ও যশোরে পারিবারিক সভা।

ইউনিক-২ মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্পের রিভিউ ও প্ল্যানিং মিটিং সম্পন্ন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ইউনিক-২ মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্পের রিভিউ অ্যান্ড প্ল্যানিং মিটিং অনুষ্ঠিত হল গত ১২ নভেম্বর ২০১৮। প্রকল্প অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন-এর পরিচালক কার্যক্রম ও ইউনিক-২ মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্পের পরিচালক জি.এফ হামিম। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাম এডুকেশন সেক্টর হেড সাহিদুল ইসলাম। প্রকল্পের ৪টি আঞ্চলিক ম্যানেজার (বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাঙামাটি), সহযোগী সংস্থার (ইপসা, এসোড, ডরপ ও সুরভি) প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটরগণ এবং কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে নতুন এই প্রকল্পটি ১,০০০ শিশু শিখন কেন্দ্রের ১৭,৪২১ জন শিক্ষার্থীকে সরকারি বা অন্য স্কুলে মেইনস্ট্রিমিং করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। এই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর দিনব্যাপী আলোচনা হয়।

কক্সবাজারের শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শনে ডাম নির্বাহী পরিচালক

কক্সবাজারের উখিয়াস্থ ক্যাম্পের শিখন কেন্দ্র পরিদর্শনে ডামের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান ২৬-২৭ অক্টোবর ২০১৮ কক্সবাজার জেলায় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন এবং সকল প্রকল্পে কর্মরত কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন। ২৬ অক্টোবর ২০১৮ তিনি হোটেল ইউনি রিসোর্টে উপস্থিত কর্মীদের সাথে আলোচনায় যারা ঢাকা আহছানিয়া মিশনে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছেন এবং যারা নতুনভাবে ঢাকা আহছানিয়া মিশনে যোগদান করেছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার প্রতি গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে বড় কোনো ফোরামে একই জাতীয় প্রকল্পের কম্পাইল প্রেজেনটেশন এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো তুলে ধরার পরামর্শ দেন। তিনি ক্যাম্পভিত্তিক আন্তঃপ্রকল্পের সমন্বিত সেবা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিও গুরুত্ব দেন।

তিনি বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার সাথে সেবার বিষয়টি ওতপ্রতভাবে জড়িত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সেহেতু এ এলাকায় কর্মরত সকল কর্মীর হিউম্যানিটি স্ট্যান্ডার্ড এর ওপর প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি এ অঞ্চলে কাজ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংবেদনশীল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। যেমন; কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করা যাবে না, সামাজিক আলোচনার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, সরকারের নিয়মনীতির বাইরে কোনো কাজ করা যাবে না, কেউ যাতে নারী ও শিশু পাচার এবং মাদকপাচার সমস্যায় না পড়ে সে বিষয়ে সহায়তা করা এবং সংস্থার জেন্ডার পলিসি অনুসরণ করে ভলান্টিয়ারদের সাথে আচরণ করা।

২৭ অক্টোবর তিনি কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় বাস্তবায়িত ইএনবিসি এবং এসইআরবি শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৪ এবং ৭নং ক্যাম্পের ২টি শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শিখন কেন্দ্র পরিদর্শনকালে তিনি কেন্দ্রের ক্লাস রুটিন এবং পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন। সেন্টার পরিদর্শন শেষে তিনি সংশ্লিষ্ট সেন্টারের শিক্ষক, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং টেকনিক্যাল অফিসারদের সাথে আলাপকালে রোহিঙ্গা শিশুদের জীবনমান এবং শিক্ষা উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে গুরুত্বর্পূণ পরামর্শ দেন।

সবশেষে তিনি ইএনবিসি প্রকল্পের ক্যাম্প পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্বাচিত জায়গা, বালুখালী সাব-অফিস, ওয়্যারহাউস এবং উখিয়া প্রজেক্ট অফিস পরিদর্শন করেন। নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সকল পর্যায়ের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়, যা কর্মসূচির গুণগতমান উন্নয়নে সহায়ক হবে। নির্বাহী পরিচালকের সাথে পরিদর্শন টিমের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. সাহিদুল ইসলাম, হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রামস, এডুকেশন প্রকল্প ফোকাল পার্সন হানেফ আলী এবং এসইআরবি শিক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শেখ জাকির হোসেন।

ঢাকা আহছানিয়া মিশন ইউনিক-২ মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্পের ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে ২০১৮ সালে ২১৬ জন প্রাঃ শিঃ সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। পাস করেছে ২১৫ জন। শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায় আর প্রকল্পের সকল কর্মীর অক্টোবর' ১৮ এর ভলানটিয়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে নিরলস চেষ্টা, আন্তরিকতা ও পরিশ্রমে এই ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে।

এইউএসটি'তে অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল ইয়ার থিসিস জুরি

এইউএসটি'র ফাইনাল ইয়ার থিসিস জুরিতে শিক্ষার্থীরা

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগ গত ৩ থেকে ৪ নভেম্বর, ২০১৮-এর নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্প্রিং ২০১৮ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের ফাইনাল ইয়ার থিসিস জুরির আয়োজন করে। বৈচিত্র্যপূর্ণ থিসিস প্রকল্প নিয়ে ৩১তম ব্যাচের ৩৩ জন শিক্ষার্থী উক্ত জুরিতে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী বছরের সেমিস্টারগুলো থেকে অর্জিত জ্ঞান ও তাদের মেধা এই থিসিস জুরির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। স্থাপত্য বিভাগের এই ৩১তম ব্যাচটির এই ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন স্থাপত্য প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের সক্ষমতা যাচাই করার ক্ষেত্রে থিসিস জুরি একটি অন্যতম জায়গা। প্রতিটি প্রকল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি, প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য স্থাপত্য রেফারেন্সের ভিজ্যুয়ালাইজেশনের সূচনা থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

শেষ হলো কেএটিটিসি'র সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ

কেএটিটিসি'র সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা

২১ ডিসেম্বর ২০১৮ রাজধানীর শ্যামলীস্থ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে (কেএটিটিসি) অনুষ্ঠিত হলো কলেজটির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠান। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ডা. মো. ফারুক হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেএটিটিসি'র অধ্যক্ষ প্রফেসর ফাতেমা খাতুন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এইউএসটি'র ভিসির সাথে জাপইন প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

গত ১২ নভেম্বর ২০১৮ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে উপাচার্য প্রফেসর ড. এ.এম.এম শফিউল্লাহ ও প্রো-উপাচার্য (ইনচার্জ) ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জাপানের লিঙ্কস্টাফ কো. লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট মিস্টার ইয়াসুয়াকি সুগীতা এবং অন্য প্রতিনিধিবৃন্দ। মিস্টার প্রেসিডেন্ট এই সময় আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য পেশাগত উন্নয়নে জাপানে আইটি সেক্টরে বিস্তৃত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় জাপানিজ ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, জাপানে আইটি সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত ফার্ম এবং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি দক্ষদের জাপানি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এক্সিয়ম এডুকেশন ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে ও লিঙ্কস্টাফ কো. লিমিটেড এই দুই প্রতিষ্ঠানের সাথে এইউএসটির সমন্বয় আলোচনায় অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান।

এইউএসটি-এর ৫৭তম সিন্ডিকেট মিটিং অনুষ্ঠিত

২১ অক্টোবর ২০১৮, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭তম সিন্ডিকেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য ড. এএমএম শফিউল্লাহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিন্ডিকেট মেম্বার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কায়কোবাদ, প্রফেসর আব্দুর রহিম মোল্লা, ড. মো. আমানউল্লাহ, ড. এম এহ্ছানুর রহমান, প্রফেসর ড. শরীফ এনামূল কবির, সাব্বির মাহমুদ, মোহাম্মদ আব্দুল গফুর।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কারিগরি শিক্ষা প্রচারে সেমিনার অনুষ্ঠিত

১ ডিসেম্বর ২০১৮ আহ্ছানিয়া মিশন সৈয়দ সা'দাত আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন অ্যান্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট" এর আর্থিক সহায়তায় এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং RPL প্রোগ্রাম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ম্যানেজার, হেড অব সার্ভিস, গ্রামীণ টেলিকম, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিরোধ রঞ্জন শর্মা, অ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার, ডাচ্-বাংলা প্যাক লি, ভালুয়াকান্দি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মো. সাইদুর রহমান, টিম লিডার, টিইভিটি বিভাগ, ঢাআমি ও কো-অর্ডিনেটর SEIP SD-3 Project, British Council, Dhaka এবং এসএম জেড মোস্তাজাব আলী প্রিন্সিপাল, আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার্কিং চিলড্রেন, পল্লবী, ঢাকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. শাহজাহান মিঞা, পরিচালক, টিভেট বিভাগ, ঢাআমি ও (সাবেক মহাপরিচালক) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। সেমিনারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ৪০ জন চাকরিদাতা অংশগ্রহণ করেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মো. মাসুদ হোসেন।

ড. মো. শাহজাহান মিঞা, পরিচালক
টিইভিটি বিভাগ, ঢাআমি

জব সেমিনার অনুষ্ঠিত

জব সেমিনার ২০১৮-এ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের সহযোগিতায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার্কিং চিলড্রেন সম্প্রতি দক্ষতা অর্জনে কারিগরি শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং পূর্বদক্ষতার সনদ সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি জব সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের টিভেট ডিরেক্টর ড. মো. শাহজাহান মিঞা।

পঞ্চগড়ে কাউন্সেলিং ও কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ

১১ ডিসেম্বর ২০১৮ পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন চিলড্রেন সিটি (এএমসিসি)-তে অনুষ্ঠিত হলো কাউন্সেলিং ও কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স। তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন আহ্ছানিয়া মিশন চিলড্রেনসিটি ও কেএনএইচ-আহ্ছানিয়া সেন্টার ফর এবানডন্ড চিলড্রেন অ্যান্ড ডেসটিটিউট ওমেন-এর কর্মীরা। সেলিম চৌধুরী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণে কাউন্সেলিং টুলস, প্রক্রিয়া, মানসিক চাপ, আঘাত এবং কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে হাতেকলমে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। এখানে মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপ-চার্ট, ভিপ কার্ড, কালার পোস্টার ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল গ্রুপ ওয়ার্ক, খেলাধুলা, ইন্টারএকটিভ সেশন।

প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও বেশি সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়

ফরিদপুরে কিক-অফ ওয়ার্কশপ

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে, অক্সফাম-এর সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিল্ডিং রেজিলিয়েন্স অন কমিউনিটি প্রকল্পের কিক অফ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। গত ৫ নভেম্বর ফরিদপুর পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপে ফরিদপুর পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহজাহান মিয়া সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফরিদপুর পৌরসভার মেয়র শেখ মাহতাব আলী মেথু। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই প্রকল্পের মাধ্যমে নগরাঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা, সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রচেষ্টায় সম্মিলিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ঝুঁকি নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে তাদের দক্ষতা এবং লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব বিকাশ, জীবিকা নির্বাহের সামর্থ্য বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, টেকসই জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নারী নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে প্রকল্পটি। প্রকল্পটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় নগরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত যুবক ও নারীদের নগর সহনশীল কার্যক্রম পরিকল্পনা, অগ্রাধিকারকরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও বেশি সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে। কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম প্রতিনিধি মো. আনিছুর রহমান চৌধুরী, আরবান ম্যানেজার; ফিলিপ ডোনাও, কমিউনিকেশন অ্যান্ড অপারেশন স্পেশালিস্ট; মো. মুতাসীম বিল্লাহ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার; দেবরাজ দে, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার; প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিনিধি শাহনেওয়াজ ওয়ারা, আরবান প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট; জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধি প্রজেক্ট অফিসার এএসএম নজরুল ইসলাম, পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকর্তা, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সাংবাদিক, কমিউনিটি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। সার্বিকভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন মো. জাহাঙ্গীর আলম, উপ-পরিচালক ও হেড, সি সি অ্যান্ড ডিআরআর সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

স্থানীয়করণ ক্যাফে অনুষ্ঠিত

মানবিক কর্মসূচিগুলোতে স্থানীয়করণের অনুশীলন ও উন্নয়নের জন্য ২০১৮ সালে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ক্যাফের আয়োজন করা হয়। ক্যাফে হলো ন্যাশনাল এলায়েন্স অব হিম্যানিটারিয়ান অ্যাক্টরস বাংলাদেশ (নাহাব)-এর একটি নীতি-নির্ধারণী প্রভাব যার মধ্য দিয়ে হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাক্টরদের সাথে কৌশলগত বিষয়গুলো সেট করা হয়। গত এক বছরে ছয়টি ক্যাফে করেছে নাহাব। এরই ধারাবাহিকতায় অক্সফাম-এর আর্থিক সহযোগিতায় গত ২৯ নভেম্বর রাজধানীর গোল্ডেন টিউলিপ হোটেলে লোকালাইজেশন (স্থানীয়করণ) ক্যাফে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নাহাবের চেয়ার ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচারক ড. এম এহ্ছানুর রহমান নাহাবের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। নাহাবের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর আব্দুল লতিফ খান উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব শুরু করেন। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর একেএম মুসা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার প্রস্তাব দেন। অনুষ্ঠানে সরকারের প্রতিনিধি, উন্নয়ন অংশীদার, জাতিসংঘ প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ মোট ৪৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

ক্যাফেতে কৌশলগত বিষয়গুলো সেট করা হয়

কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের ফটোসেশন

ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি বাংলাদেশের গরিব/সুবিধাবঞ্চিত পরিবারসমূহের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তার মাধ্যমে তাৎপর্যপুর্ণ অবদান রেখে আসছে। ইতিমধ্যে এ কর্মসূচি ছোট এবং মাঝারী আকারের উদ্যোক্তা তৈরিতে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেছে। ডিএফইডির বর্তমান মাইাক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিতে গতানুগতিক ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ পদ্ধতিতে নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ কিস্তিতে আদায় করছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনের নিকট থেকে বিশেষ করে অত্র প্রতিষ্ঠানের ২০১১ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় শরিয়া ভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের স্কিম চালু করার তাগিদ প্রদান করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিগত সেপ্টেম্বর ০৯, ২০১৩ ইং প্রাথমিক পর্যায়ে নরসিংদী ০১ ও নরনিংদী -০২ এরিয়ার ৫টি শাখায় সীমিত প্রোডাক্ট নিয়ে পাইলটিং হিসেবে এ কর্মসূচি চালু করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ডিএফইডির বিভিন্ন এরিয়ার আওতাধীন সকল শাখার আওতায় সীমিত সংখ্যক ইসলামিক মাইক্রো ফিন্যান্স (আইএমসি) গ্রুপ তৈরি করা হয়। ডিএফইডিতে পাইলট স্কিমে ব্যবহৃত ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স চালুকৃত প্রোডাক্ট ছিল-ট্রেড বেইজড মুরাবাহ বা কেনা-বেঁচা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত অভীষ্ঠ উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১৫-২০২৫ দশ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যেখানে ২০২০ সালের মধ্যে ডিএফইডি-এর শতভাগ শাখায় শরিয়া ভিত্তিক ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স বাস্তবায়নের জন্য মাইলস্টোন নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থায় এর পরিধি বৃদ্ধি করাসহ প্রোডাক্ট বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। তাই মিশনের কৌশলগত পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ডিএফইডি-এর শতভাগ শাখায় শরিয়া ভিত্তিক ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণের জন্য এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় মাঠ পর্যায়ের জুনিয়র ফিল্ড অর্গানাইজার,ফিল্ড অফিসার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজার এবং প্রধান কার্যালয়ের অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিশু সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ

৭ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিশু রক্ষার ওপর দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। রাজধানীর পাইকপাড়াস্থ 'কেএনএইচ-আহ্ছানিয়া সেন্টার ফর এবানডন্ড চিলড্রেন অ্যান্ড ডেসটিটিউট ওমেন' সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন কাজী শাহীন আক্তার। প্রশিক্ষণে শিশু সুরক্ষার বিষয়টি আত্মস্থ করা এবং চাইল্ড প্রোটেকশন পলিসি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়।

এদিকে ১৪-১৫ নভেম্বর ২০১৮, একইস্থানে দুই দিনব্যাপী কেয়ারগিভারদের জন্য শিশু উন্নয়ন ও বেসিক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনিয়র কাউন্সেলর ড. রেহেনা বেগম।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী, প্রশিক্ষক ও অতিথিদের ফটোসেশন

বিজয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে শিশুরা ব্যানারের ওপর বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে হাতের ছাপ দেয়

আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরী শিশুদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন করে। বিজয় দিবসের জেলা পর্যায়ে কার্যসূচির অংশ হিসেবে আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর একটি স্কাউট দল ২ দিনের রিহার্সেলে অংশ নেয় এবং বিজয় দিবসে জেলা পর্যায়ের কর্মসূচিতে প্যারেড ও মার্চ পাস্টে অংশ নিয়ে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক সাবিনা আকতারকে স্যালুটের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করে। দিনের অন্যান্য কর্মসূচিতে শিশু নগরীতে শিশুরা ব্যানারের ওপর বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে হাতের ছাপ দেয়। এরপর বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা এবং শিশু নগরীর শিশুদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় শিশু নগরীর সেন্টার ম্যানেজার মো. সাইফুল আলম এবং সকল স্টাফ ও শিশুরা উপস্থিত ছিল। আলোচনা সভায় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা করা হয় এবং শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন ভালো মানুষ হয়ে দেশ ও দশের হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। সবশেষে শিশু নগরীর শিশুদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

অন্যদিকে মহান বিজয় দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ইউনিক-২ মেইনস্ট্রিমিং প্রজেক্ট কমিউনিটির সহযোগিতায় নেত্রকোনা ও মোহনগঞ্জ উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে ৫০টি ইউনিক-২ শিশু শিখন কেন্দ্রে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, প্রধান শিক্ষক, সিএমসি সদস্য ও অভিভাবকগণ।

প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় সফলতা দেখাল আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর শিক্ষার্থীরা

বিগত বছরের ন্যায় আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরী বিদ্যালয় হতে এ বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শিশুরা ভালো ফলাফল অর্জন করে। এ বছর ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় মোট ১৪ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১২ জন শিশু জিপিএ ৫.০০ (এ+) পায় এবং ২ জন শিশু জিপিএ ৪.৮৩ (এ) পায়। জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্তরা হলো ১. মো. সুমন রানা ২. মো. রুবেল হোসেন ৩. মো. মমিনুল ইসলাম ৪. মো. কাজিম উদ্দিন ৫. মো. শুভ রহমান ৬. মো. আল মামুন ইসলাম ৭. মো. ইসমাইল হোসেন ৮. মো. রবিউল ইসলাম ৯. মো. সুমন ইসলাম ১০. মো. নুর হোসেন ১১. মো. শামিম হোসেন ১২. মো. আরিফুল ইসলাম। জিপিএ ৪.৮৩ প্রাপ্তরা হলো ১৩. মোঃ আশরাফুল ইসলাম আলিফ ১৪. মো. সুজন আলী।

Save for Hajj.হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য আমানত প্রকল্প

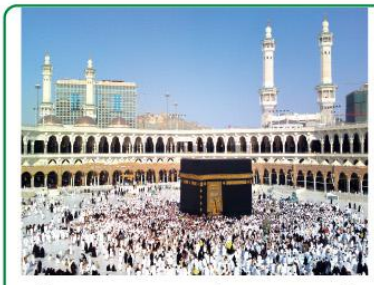

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে অর্থায়ন (আস্-সাফারী)

যানবাহনে অর্থায়ন

গৃহায়নে অর্থায়ন

শিল্পায়নে অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানত সেবাসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

৩. মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব

৫. মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব
(৩ মাস/৬ মাস/এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৬. মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব
(এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৭. মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা

২. বাই-মুয়াজ্জাল

৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মিল্‌ক

৪. বাই-মুরাবাহা

পণ্য

১। গাড়ী (ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক)

২। যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)

৩। ব্যবসা বাণিজ্য

৪। বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

৫। আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

আপনি কি পবিত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক?
হজ্ব পালন সহায়তাকল্পে সমুদয় খরচের ৭০% পর্যন্ত টাকা
শরিয়াহ্‌ভিত্তিকভাবে আমরা অর্থায়ন করে থাকি।
যাহা ৩৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

যোগাযোগ করুন ঃ
ফজলুর রহমান সেন্টার, ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৯৫৭৭৮০৯, ৭১১৪৩৬১।

www.hajjfinance.net

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০